ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-349 ■ 28 September, 2026 ■ আগরতলা ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ১০ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বামুটিয়ায় মানিক সরকারের গাড়িতে হামলা, কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ

আগরতলায় সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। বামুটিয়ার কালিবাজারে ডিওয়াইএফআই-এর মোহনপুর মহকুমা সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের গাড়িতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল। রবিবার এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ তুলে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সিপিআইএমের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী।

সিপিআইএমের বিবৃতি অনুযায়ী, এদিন কালিবাজারে ডিওয়াইএফআই মোহনপুর মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তাঁর পৌঁছানোর আগে দুপুর ১২টা নাগাদ কালিবাজারে সিপিআইএম কার্যালয়ের প্রবেশপথে বিজেপির কয়েকজন দুর্বৃত্ত জড়ো হয়েছিল বলে অভিযোগ দলের।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, মানিক সরকারের গাড়ি সেখানে পৌঁছানোর পর ওই ব্যক্তিরা নানাভাবে গাড়ির গতিরোধ ও বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। এরপর যুব স্বেচ্ছাসেবকরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করে মানিক সরকারের গাড়িকে সিপিআইএম কার্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা করেন বলে জানানো হয়েছে।

দলের দাবি, এরপর মানিক সরকার সম্মেলনে বক্তব্য রেখে সেখান থেকে ফিরে যান। পরে যুব নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিরা কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী অভিযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। বিবৃতিতে দলের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়, এই ঘটনায় বিজেপির স্বৈরতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতা' প্রকাশ পেয়েছে।

সিপিআইএমের দাবি, সরকারের ব্যর্থতা ও জনবিরোধী কার্যকলাপের কারণে শাসকদল জনসমর্থন হারাচ্ছে এবং সেই কারণেই বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কালিবাজারের ঘটনাকে তারই একটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছে দল।

বিবৃতির শেষে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই ধরনের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে সিপিআইএমের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী।

এদিকে, বামুটিয়ার কালীবাজার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন কি বাত অনুষ্ঠানে

জনগণনা প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সম্মিলিত জাতীয় দায়িত্ব ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর সর্বশেষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে চলমান জাতীয় জনগণনা প্রক্রিয়ার কথা তুলে ধরে দেশের নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে এতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জনগণনাকে 'সম্মিলিত জাতীয় দায়িত্ব' হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, জনগণনার প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষের পথে। ইতিমধ্যেই দেশের ৩২ কোটিরও বেশি পরিবারের তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে।

লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তরাখণ্ডের প্রত্যন্ত ও তুষারাবৃত এলাকাতেও জনগণনার কাজ এগিয়ে চলেছে বলে জানান তিনি। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার মানা গ্রামে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়, যেখানে দেশের প্রথম গ্রাম হিসেবে পরিচিত ওই এলাকায় ৮৩ বছর বয়সি পূর্ণিমা রাওয়াতের তথ্য দিয়ে কাজ শুরু হয়। অন্যদিকে, উত্তরকাশীর ভাগোরি গ্রামের হোমস্টে পরিচালনাকারী হরদেব সিং রানা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজেই তাঁর পরিবারের তথ্য নথিভুক্ত করেন।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে নাগরিকদের জনগণনার জন্য কিছুটা সময় দেওয়ার আহ্বানের কথা ফের স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেরাই নিজেদের ও পরিবারের তথ্য জমা দিতে পারবেন। এই স্ব-নিবন্ধন পরিষেবা হিন্দিসহ ১৬টি ভাষায় চালু রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নাগরিকদের সরকারি জনগণনা পোর্টাল ec.census.gov.in-এ গিয়ে মোবাইল নম্বর দিয়ে লগইন করতে হবে। এরপর নিজেদের অবস্থান ও পরিবারের তথ্য পূরণ করে তা জমা দিতে হবে। পুরো প্রক্রিয়ায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে এবং কোনও নথি আপলোড করার প্রয়োজন নেই। তথ্য জমা দেওয়ার পর একটি ইউনিক আইডি তৈরি হয় এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ভিলেজ কাউন্সিল ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। আজ রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে প্রশাসন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে গোটা রাজ্যে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার পালা গ্রামাঞ্চলের মানুষের। রাজ্যের বিভিন্ন ভিলেজ কাউন্সিলে সোমবার সকাল থেকেই শুরু হবে ভোটগ্রহণ। নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনের তরফে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে। ভোটগ্রহণ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে গিয়েছেন ভোটগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও নিরাপত্তাকর্মীরা।

সোমবার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভিলেজ কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রশাসনিক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটির মোট ৪,৫৯৭টি আসনের মধ্যে ২,৯৫০টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এরমধ্যে ১,৬৪৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা নির্বাচিত ঘোষিত হওয়ায় এগুলিতে ভোট হবেনা এবং কোনো রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে মনোনয়ন না পাওয়ায় ৩টি আসন শূন্য রয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট ৮,১৭৬ জন প্রার্থী এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছেন। ভোটগ্রহণ হতে যাওয়া এলাকাগুলোতে প্রায় ৬.৬৫ লক্ষ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

চিহ্নিত ১,৫৫০টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১,০৯৫টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে যেখানে প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আসন অনুযায়ী নির্বাচনের সময় চারটি ভিন্ন রঙের ব্যালট পেপার ব্যবহার করা হবে। এগুলি হলো-সাদা, হালকা গোলাপি, হালকা সবুজ এবং হালকা নীল।

আসন অনুযায়ী ব্যালটগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য এই রঙের বিন্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ভোটার এবং পোলিং অফিসারদের জন্য প্রক্রিয়াটিকে আরও সুবিধাজনক করে তুলবে। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে সিএপিএফ-এর ৭৪টি কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে।

পাশাপশি রাজ্য পুলিশ এবং ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস টিএসআর-এর প্রায় ৮,৯৭৭ জন সদস্যকে নির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে মোতায়েন করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখার জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার ১,৫০০-এরও বেশি ঊর্ধতন আধিকারিককে তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে। অত্যন্ত সংবেদনশীল ভোটকেন্দ্রগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেসব কেন্দ্রে সিএপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রায় ৭,৪৫৮ জন ভোটগ্রহণ কর্মীকে ১,২৪৩টি দলে বিভক্ত করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আজ ভোরবেলা থেকেই নির্ধারিত কেন্দ্রগুলো থেকে ভোটগ্রহণ কর্মী ও প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সরঞ্জামসহ দলগুলোর নিজ নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়েছে এবং অধিকাংশ দল ইতিমধ্যেই তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী রতন নাথের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে কালীবাজারে ডিওয়াইএফআই - র অনুষ্ঠানে হামলা ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট জেলার মন্ত্রী রতন লাল নাথের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেন তিনি।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, "যদি বিন্দুমাত্র লজ্জা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে, তাহলে দ্রুত এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যাতে এমন ঘটনা আর কখনও না ঘটে।" তাঁর আরও বক্তব্য, রাজ্যের শাসক দলকে মনে রাখতে হবে, মানুষ একসময় রাস্তায় নেমে এলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সুযোগ নাও থাকতে পারে।

ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনাস্থলে উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং স্থানীয় থানার ওসি উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ছবিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিআরপিএফ ও পুলিশকর্মীর উপস্থিতি দেখা গেছে। এত নিরাপত্তারক্ষী উপস্থিত থাকার পরেও এধরনের বিশৃঙ্খলা কিভাবে তৈরি হলো, প্রশ্ন তোলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার ঘোষিত 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রসঙ্গ টেনে জিতেন্দ্র চৌধুরী কটাক্ষ করে বলেন, "জিরো টলারেন্স নয়, এখানে যেন জিরো পারফরম্যান্স দেখা যাচ্ছে।" মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদার প্রতি সম্মান রেখেই নিজের ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নের জন্য তিনি পদক্ষেপের দাবি জানান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক ভাবে জমি হারানোর আশঙ্কা বিজেপির ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। বামুটিয়ার কালিটিলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের গাড়িবহরে হামলার অভিযোগের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। রবিবারের এই ঘটনায় সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িবহরের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

সুদীপ রায় বর্মন বলেন, রাজনৈতিক বা আদর্শগতভাবে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুর করা এবং তাঁকে ঘেরাও করে আটকে রাখার ঘটনা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর কথায়, এ ধরনের ঘটনায় যে কোনও মানুষই ক্ষুব্ধ হবেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে সাধারণ মানুষ কতটা নিরাপদে থাকতে পারবেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উপর আক্রমণের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।

সুদীপ রায় বর্মনের আরও অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে জমি হারানোর আশঙ্কা থেকেই বিজেপি বিরোধী দলগুলির উপর আক্রমণের পথ বেছে নিচ্ছে। তবে এ ধরনের হামলা করে কংগ্রেস বা সিপিআই(এম)-এর মতো বিরোধী দলগুলিকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঘটনায় মানিক সরকার শারীরিকভাবে অক্ষত রয়েছেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তবে একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমকে দেখলে সাদা গোলাপ নিয়ে এগিয়ে যাই, কটাক্ষ বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। সিপিআইএমকে দেখলে সাদা গোলাপ নিয়ে এগিয়ে যাই। আজ মজলিশপুরে "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে যোগদান করে এমনভাবেই সিপিআইএমকে কটাক্ষ করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত'-এর ১৩৮তম পর্বকে ঘিরে রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন বুথে দলীয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৯ নম্বর বুথের অধীন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে 'মন কি বাত' শোনেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও।

অনুষ্ঠান শেষে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় সিপিআইএমকে নিয়ে মন্তব্য করেন বিপ্লব দেব। তাঁর বক্তব্য, সিপিআইএমকে দেখলে তিনি সাদা গোলাপ নিয়ে এগিয়ে যান। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতা ও সিপিআইএমের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। সিপিআইএমের কাছ থেকে স্বাধীনতা প্রত্যাশা করা সময় নষ্ট করার মতো বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইসিআই ও এসআইআর বিতর্কে

কঠিন পরিস্থিতিতে শান্ত থাকার বার্তা রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় শান্ত থাকার বার্তা দিয়ে রবিবার সামাজিক মাধ্যমে একটি দার্শনিক মন্তব্য করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। যদিও তিনি তাঁর বক্তব্যের নির্দিষ্ট কোনও প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেননি, তাঁর এই মন্তব্যের সময়কাল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ রাহুল গান্ধী লেখেন, "সমুদ্র উত্তাল থাকলে আমি সাঁতার কাটতে ভালোবাসি। এটি শেখায়, উত্তাল পরিস্থিতিও শান্ত থাকার আরেকটি রূপ।"

রাহুল গান্ধীর এই পোস্ট এমন সময়ে এসেছে, যখন নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ এবং দেশজুড়ে চলা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি রাহুল গান্ধী নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, গত তিন বছর ধরে তিনি ভোট চুরির বিষয়টি তুলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলার প্রেরণা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ।। দেশবাসীর ভাবনা, উপলব্ধি ও ইতিবাচক উদ্যোগকে তুলে ধরার অন্যতম জনপ্রিয় মঞ্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাসিক 'মন কি বাত'। দেশ গঠন, সামাজিক সচেতনতা এবং সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সাধারণ মানুষকে নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়। সেই ধারাবাহিকতায় রবিবার ১৪ নম্বর বাঁধারঘাট মণ্ডলের উদ্যোগে আমতলী বাইপাস সংলগ্ন বৈষ্ণবটিলা এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-এর ১৩৮তম পর্ব শোনার আয়োজন করা হয়।

আমতলীর বৈষ্ণবটিলা কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। তাঁর সঙ্গে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন। নির্ধারিত সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হলে উপস্থিত সকলে মনোযোগ সহকারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন।

অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা বলেন, 'মন কি বাত' দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ভাবনা, অভিজ্ঞতা, উদ্যোগ ও সাফল্যকে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
১০আশ্বিন, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

অনুদানের আড়ালে জালিয়াতি

অনুদানের আড়ালে বিপুল পরিমাণ অর্থ জালিয়াতি এবং কর ফাঁকির অভিযোগে গুজরাতের কয়েকটি নিবন্ধিত কিন্তু অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করিয়াছে গুজরাত সিআইডি। আয়কর বিভাগের অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। আয়কর বিভাগের অভিযোগ অনুযায়ী, দলগুলো প্রায় ১,৮৭০ কোটি টাকার ভুয়া অনুদান সংগ্রহ করিয়াছে। এর ফলে সরকারের প্রায় ৫৬০ কোটি টাকার কর ফাঁকি বা ক্ষতি হইয়াছে। অভিযুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর তালিকায় রহিয়াছে স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি পার্টি , গরিব কল্যাণ পার্টি এবং আম জনমত পার্টি -র মতো নাম। এর মধ্যে শুধুমাত্র স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি পার্টিই প্রায় ৫১৯ কোটি টাকা এবং গরিব কল্যাণ পার্টি ২০৬ কোটি টাকার ভুয়া অনুদান ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া প্রাথমিক অভিযোগে জানানো হইয়াছে। করদাতারা এই রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থ স্থানান্তর করিতেন এবং বিনিময়ে অনুদানের রসিদ সংগ্রহ করিতেন, যাহা আয়কর ছাড় বা ডিডাকশন পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হইতো। পরবর্তীতে, রাজনৈতিক দলগুলো একটি নির্দিষ্ট শতাংশ কমিশন কাটিয়া নিয়া বাকি অর্থ আবার দাতাদের নগদে ফেরত দিয়া দিত। তদন্তে দেখা গেছে, এই দলগুলোর কোনো বাস্তব রাজনৈতিক কর্মসূচি বা সক্রিয়তা ছিল না। এদের অফিস বা ঠিকানাগুলোও ছিল বন্ধ দোকান কিংবা আবাসিক ফ্ল্যাটের মতো জায়গায়।অনুদানের আড়ালে চলছিল কালো টাকা সাদা করিবার কারবার। আয়কর বিভাগের দীর্ঘ এক বছরের তদন্তের পর গত ২৫ সেপ্টেম্বর গুজরাতের তিনটি 'নথিভুক্ত অথচ অস্বীকৃত' রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করিল গান্ধীনগর জোনের সিআইডি অপরাধদমন শাখা। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় জালিয়াতি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং ভুয়ো নথি ব্যবহারের অভিযোগে মামলা দায়ের হইয়াছে।পুলিশ জানাইয়াছে, অভিযুক্ত দলগুলি হইল ভারতীয় ন্যাশনাল জনতা দল (বিএনজেডি), স্বতন্ত্রতা অভিব্যক্তি পার্টি (এসএপি) এবং গরিব কল্যাণ পার্টি (জিকেপি)। দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের নামেও এফআইআর দায়ের করা হইয়ায়েছে।অনুদানের আড়ালে ১৮৭০ কোটি টাকার জালিয়াতি! গুজরাতে ৩ রাজনৈতিক দলের কীর্তি ফাঁস করল আয়কর বিভাগআয়কর বিভাগের অভিযোগের ভিত্তিতে গুজরাতের তিনটি 'নথিভুক্ত অথচ অস্বীকৃত' রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ৫৬০ কোটি টাকার কর ফাঁকির মামলা দায়ের করল পুলিশ। অভিযোগ, ভুয়ো কোম্পানির মাধ্যমে প্রায় ১,৮৭০ কোটি টাকার ভুয়ো অনুদান গ্রহণ করে জালিয়াতি করা হয়েছে।দলগুলি হইল ভারতীয় ন্যাশনাল জনতা দল (বিএনজেডি), স্বতন্ত্রতা অভিব্যক্তি পার্টি (এসএপি) এবং গরিব কল্যাণ পার্টি (জিকেপি)। দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের নামেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।আয়কর আইনের ৮০জিজিসি ধারা অনুযায়ী, নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলকে দেওয়া অনুদানে ১০০ শতাংশ কর ছাড় পাওয়া যায়। এই নিয়মেরই অপব্যবহার করিয়াছেন অভিযুক্তেরা। পদ্ধতিটি ছিল এই রকম প্রথমে দাতারা চেক বা আরটিজিএস (রিয়্যাল-টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট)-এর মাধ্যমে দলকে টাকা পাঠাইতেন। দল অনুদানের রসিদ দিত। সেই রসিদ দেখাইয়া দাতারা নিজেদের আয়কর রিটার্নে বিপুল কর ছাড় দাবি করিতেন। এর ফলে সরকারের প্রাপ্য আয়করের ক্ষতি হইত।এর পর রাজনৈতিক দলগুলি ওই অনুদানের টাকা বিভিন্ন ভুয়ো কোম্পানির যেমন- জয় রাম এন্টারপ্রাইজ, কিষাণ এন্টারপ্রাইজ, জে ট্রেডিং, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠাইত। সেখানে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সামগ্রী কেনার ভুয়ো বিল তৈরি করিয়া পুরো টাকাটা নগদে তুলিয়া নেওয়া হইত। শেষে ৪ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন কাটিয়া বাকি টাকাটা ক্যাশব্যাক হিসেবে আসল দাতাকে নগদে ফিরাইয়া দেওয়া হইত। এই জালিয়াতি ঢাকতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের দিয়ে ভুয়ো অডিট রিপোর্ট ও 'ফর্ম ২৪এ' তৈরি করাইয়া তাহা নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হইত। করা হইত ভুয়ো ডিজিটাল সিগনেচার।তিনটি দলের বিরুদ্ধেই পৃথক এফআইআর দায়ের হইয়াছে।ভারতীয় ন্যাশনাল জনতা দল (বিএনজেডি): সবচেয়ে বড় জালিয়াতি করিয়াছে এই দল। ৫৬,২৩৮ জন দাতার কাছ থেকে তাহারা ১,১৪৩.৮৫ কোটি টাকা অনুদান পাইয়াছে, যাহার ফলে কর ক্ষতি হইয়াছে ৩৪৩ কোটি টাকা। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে দলের সভাপতি সুরেন্দ্রকুমার বিষ্ণুভাই গজেরা, সাধারণ সম্পাদক বিপুল সোলাঙ্কি এবং সিএ আদিল সৈয়দের নাম রয়েছে।অনুদানের আড়ালে বিপুল পরিমাণ অর্থ জালিয়াতি এবং কর ফাঁকির অভিযোগে গুজরাতের কয়েকটি নিবন্ধিত কিন্তু অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করিয়াছে গুজরাত সিআইডি। আয়কর বিভাগের অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। আয়কর বিভাগের অভিযোগ অনুযায়ী, দলগুলো প্রায় ১,৮৭০ কোটি টাকার ভুয়া অনুদান সংগ্রহ করিয়াছে। এর ফলে সরকারের প্রায় ৫৬০ কোটি টাকার কর ফাঁকি বা ক্ষতি হইয়াছে। অভিযুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর তালিকায় রহিয়াছে স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি পার্টি , গরিব কল্যাণ পার্টি এবং আম জনমত পার্টি -র মতো নাম। এর মধ্যে শুধুমাত্র স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি পার্টিই প্রায় ৫১৯ কোটি টাকা এবং গরিব কল্যাণ পার্টি ২০৬ কোটি টাকার ভুয়া অনুদান ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া প্রাথমিক অভিযোগে জানানো হইয়াছে। করদাতারা এই রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থ স্থানান্তর করিতেন এবং বিনিময়ে অনুদানের রসিদ সংগ্রহ করিতেন, যাহা আয়কর ছাড় বা ডিডাকশন পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হইতো। পরবর্তীতে, রাজনৈতিক দলগুলো একটি নির্দিষ্ট শতাংশ কমিশন কাটিয়া নিয়া বাকি অর্থ আবার দাতাদের নগদে ফেরত দিয়া দিত। তদন্তে দেখা গেছে, এই দলগুলোর কোনো বাস্তব রাজনৈতিক কর্মসূচি বা সক্রিয়তা ছিল না। এদের অফিস বা ঠিকানাগুলোও ছিল বন্ধ দোকান কিংবা আবাসিক ফ্ল্যাটের মতো জায়গায়।

সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশোধনী নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ কেন

রাকিব হাসনাত

বাংলাদেশের সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশোধনীর খসড়ায় থাকা কিছু প্রস্তাবনা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এগুলো আইনে শেষ পর্যন্ত বহাল থাকলে "সাইবার স্পেস নজরদারি ও জবাবদিহিহীন নিপীড়নের ভুবনে" পরিণত হবে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খসড়াটি এখনো আলোচনার পর্যায়ে আছে এবং সরকার এটিকে এমনভাবে তৈরি করতে চায় যাতে আইনটি ভবিষ্যতে কোনো ধরনের হয়রানির কাজে অপব্যবহার না হতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ গত জুনে জাতীয় সংসদে জানিয়েছিলেন, বিভ্রান্তিকর কনটেন্টের বিস্তার রোধে সাইবার সুরক্ষা আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩ রহিত করে সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নতুন অধ্যাদেশ জারি করেছিল। পরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অধ্যাদেশটি সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬ নামে পাশ হলেও তখনি সরকারের দিক থেকে পরবর্তীতে আইনে আরও সংশোধনী আনার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল।

সে অনুযায়ী সরকারের দিক থেকে একটি খসড়া প্রস্তুত করে তার ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ অংশীজনদের সাথে আলোচনা শুরু করেছে সরকার। খসড়াটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর বিল আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ আজ বলেছেন, এ আইনটির মূল লক্ষ্য হবে ডিজিটাল স্পেসে শালীনতা ফিরিয়ে আনা, নারী ও তরুণদের সাইবার বুলিং থেকে রক্ষা করা এবং একই সাথে সাংবাদিকদের পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাতে আইনের কোনো ধরনের অপব্যবহার না ঘটে। কিন্তু এর মধ্যেই সংশোধনীর প্রস্তাবিত খসড়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সরকারের মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করে আলোচনার জন্য আইনের যে খসড়াটি তৈরি করা হয়েছে তা নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী। এরপরেই সংশোধনীর খসড়ার বিষয়টি সামনে আসে।

এরপর ওই খসড়াটির সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ডঃ ইফতেখারুজ্জামান। তার মতে, খসড়ায় সাইবার অপরাধ, সাইবার সুরক্ষা ও জনগণের মতপ্রকাশের অধিকার সম্পর্কিত তিনটি বিষয় একই আইনে অন্তর্ভুক্ত করে তিনটির কোনোটিতেই যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

ওই খসড়ায় বলা হয়েছে, যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মন্ত্রণালয় কিংবা অন্য সংস্থা বা বাহিনী কাছে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, সাইবার স্পেস বা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য, অপতথ্য বা গুজব দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ করে কিংবা ক্ষুণ্ণ করার আশংকা থাকে, ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বা জাতিগত সহিংসতা তৈরির উদ্রেক করে বা করার আশংকা থাকে, বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা প্রদান করে বা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য মানহানিকর বা রাষ্ট্রের জন্য অবমাননাকর হয়- তাহলে সরকারি বাহিনী বা সংস্থা সেসব তথ্য উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খসড়ায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলের কথা বলা হয়েছে, যাতে সরকারের পাঁচজন মন্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা থাকবেন। তবে এতে দুইজন বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ থাকার কথা বলা হয়েছে, যারা সরকার মনোনীত হবে।

এই কাউন্সিল নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ডঃ ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, 'এখানে পুরো বিষয়ই সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হবে। সরকার নিজেই তো সাইবার স্পেসের ব্যবহারকারী। ফলে স্বার্থের সংঘাতেরও ঝুঁকি আছে'।

খসড়ায় যৌন হয়রানি, ব্ল্যাক-মেইলিং বা অশ্লীল বিষয়বস্তু প্রকাশ ও মানহানিকর তথ্য সংক্রান্ত অপরাধের জন্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এর আওতায়, এডিটেড বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি করা তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া যৌন হয়রানি, রিভেঞ্জ পর্ণ, ডিজিটাল শিশু নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান বা সেক্সটর্শন , মানহানি ও হেয়প্রতিপন্ন বা বুলিং করার মতো বিষয়গুলোর জন্য তথ্য, অডিও, ভিডিও, গ্রাফিকস, স্থিরচিত্রও শাস্তির আওতায় আসবে। তবে ডঃ ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, 'যৌন হয়রানি ও সেক্সটর্শনের যে সংজ্ঞা খসড়ায় রাখা হয়েছে তা খুবই অপেশাদার। একেবারেই ইচ্ছেমতো এটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যৌন হয়রানির যে সংজ্ঞা আদালতের দেওয়া আছে সেটিকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। ফলে মূল যৌন হয়রানিকে টার্গেট না করে কেউ অপরাধী না হলেও তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস হতে পারে'। খসড়ায় "মানহানি", "হেয়প্রতিপন্ন" ও "বুলিং"-এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটিও সুনির্দিষ্ট হয়নি বলে সমালোচনা উঠছে। এছাড়া খসড়ায় গুজব ও অপতথ্য প্রকাশ বা প্রচার করাকে দশ বছরের কারাদণ্ড ও ৪০ লাখ টাকার অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এখানে গুজবের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'গুজব অর্থ এমন কোনো অসমর্থিত বা অযাচাইকৃত তথ্য, সংবাদ বা দাবি, যা জনমনে বিভ্রান্তি, আতঙ্ক, উত্তেজনা বা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে বা করার সম্ভাবনা রাখে'। আর অপতথ্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'অপতথ্য অর্থ এমন কোনো মিথ্যা, বিকৃত বা বিভ্রান্তিকর তথ্য যা ব্যক্তি, জনসাধারণ, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে বিভ্রান্ত, প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি, প্রকাশ বা প্রচার করা হয়'।

খসড়ায় সাইবার স্পেস ব্যবহার করে প্রতারণাকেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে ডঃ ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, খসড়ায় সাইবার অপরাধের সাথে সাইবার সুরক্ষা মতো বিশেষায়িত ক্ষেত্রকে একাকার করার পাশাপাশি মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তার মতে, 'খসড়াটি অনুমোদিত হলে বাংলাদেশের সাইবার স্পেস একটি অবারিত নজরদারি, জবাবদিহিহীন নিপীড়নমূলক ভুবনে পরিণত হবে'। 'আইনে গুজব, অপতথ্য, হেয়প্রতিপন্ন, মানহানিকর, রাষ্ট্রের জন্য অবমাননাকরসহ বেশ কিছু ধারণাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার ফলে ইচ্ছাকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে টার্গেটেড অপব্যবহার বিশেষ করে বাক স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করার ঝুঁকি তৈরি করা হয়েছে' বিবিসি বাংলাকে বলেছেন ডঃ ইফতেখারুজ্জামান। এছাড়া খসড়ায় অজামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে মতো বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় এগুলো ভিন্নমত দমনে ব্যবহৃত হতে পারে বলেও আশংকা প্রকাশ করেছেন তিনি।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রিয়া আহসান চৌধুরী বলছেন, খসড়ায় এমন কিছু বিষয় রাখা হয়েছে যা খুবই উদ্বেগজনক কারণ এগুলোর মাধ্যমে আগেও মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 'ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট যেসব ধারা ব্যবহার করে ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো অধ্যাদেশে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন খসড়ায় সেগুলো আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এগুলো আগে ব্যাপকভাবে অপব্যবহার করা হয়েছিল,' বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। মিজ চৌধুরী বলেন, খসড়ায় গুজব বা অপতথ্য-র মতো বিষয়গুলো ইচ্ছেমতো সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে অথচ আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থা বলেছে মিসইনফরমেশন বা ডিসইনফরমেশনকে ক্রিমিনালাইজ করা যাবে না। কোনটা মিসইনফরমেশন বা কোন ডিসইনফরশন তা নির্ধারণ করার সক্ষমতা তো নেই। সে কারণে সবসময় সঠিক তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই এগুলোকে মোকাবেলার কথা বলা হয়,' বলছিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ডঃ বি এম মইনুল হোসেন বলছেন, খসড়ায় কিছু ক্ষেত্রে কার্যত আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে, অথচ এগুলো নিয়েই দীর্ঘকাল ধরে প্রতিবাদ ও সমালোচনা হয়েছে।

'এখানে নিরপরাধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যে রক্ষাকবচ ছিল সেগুলোকেও বাদ দেওয়ার উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি। মানহানি, রাষ্ট্রের জন্য অবমাননাকর- এমন অনেক বিষয়কে আনা হয়েছে যেগুলো মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করবে। কারণ মানুষ এখন সাইবার স্পেসেই মত প্রকাশ করে,' বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। যদিও বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার পর তথ্যমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান বলেছেন, বিষয়টি এখনো ড্রাফটিং ও আলোচনার পর্যায়ে। তিনি বলেন, আইনটি যেন এমনভাবে ড্রাফট করা হয় যাতে ভবিষ্যতে কেউ এটাকে হয়রানি করার জন্য ব্যবহার না করতে পারে। 'গণতন্ত্রের নামে গালিগালাজ বা অ্যাবিউজ কিভাবে আইনের আওতায় আনা যায় আবার মিডিয়ার ফ্রিডম যেন ঠিক থাকেদুটো যেন সাংঘর্ষিক না হয় সেটি নিশ্চিত করতেই আমরা আলোচনা করছি,' বলেছেন তিনি। ওদিকে আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট (আইআরআই)-এর একটি প্রতিনিধিদল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। বৈঠকের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই বৈঠকে সাইবার অপরাধ ও অনলাইন বুলিং প্রতিরোধ এবং প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন ২০২৬ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। 'সরকার নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রতিটি নাগরিকের মতপ্রকাশ ও গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার রয়েছে। তবে গঠনমূলক সমালোচনা আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চরিত্রহনন বা গালিগালাজ এক নয়,' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অতিলৌকিক অতিক্রমণেই প্রতিফলিত টেলিপোর্টেশন

সুবীর পাল

সেকি, এক ভদ্রলোক বাড়ির সামনের সুইমিং পুলে নামলেন। আবার ঘরের ছাদ থেকেও ঝাঁপ দিলেন। এক ব্যক্তি অথচ একই সময়ে দুই জায়গায় দুই রকমের। ঘটনায় লিপ্ত হলেন।

এমনটা জানতে পেরে এসিপি প্রদ্যুমান ভাবগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, আপাতত দৃষ্টিতে এটা টেলিপোর্টেশন মনে হচ্ছে গু অভিজিৎ। কিন্তু তাই বলে মানুষের দ্বারা। টেলিপোর্টেশন কখনই সম্ভব নয়। তাঁর আরও বক্তব্য, "বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত মানুষের টেলিপোর্টেশন সমর্থন করেনি। কুছ তো গড়বড় হ্যায় দয়া।"

এই পুরো সিকোয়েন্সটা কিন্তু জনপ্রিয় হিন্দি টিভি সিরিয়াল "সিআইডি"র একটি পর্বে সম্প্রচার করা হয়েছিল। আসলে ওই অভিনব ধারাবাহিকটি ছিল টেলিপোর্টেশন। কেন্দ্রিক।

এই টেলিপোর্টেশন নির্ভর টিভি সিরিয়াল কিন্তু আমাদের দেশে আরও বহুল পর্যায়ে প্রচারিত করা হয়েছিল। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো "শক্তিমান।" এখানে গঙ্গাধর ও শক্তিমান দুটো চরিত্রই কিন্তু আগাগোড়া টেলিপোর্টেশন উপাদানে চূড়ান্ত ভাবে ভরপুর। যা অভিনেতা মুখেশ খান্না অত্যন্ত সার্থকভাবে টিভি পর্দায় আপাদমস্তক ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর টেলিপোর্টেশন চরিত্রের জন্য পরিহিত বিশেষ ড্রেস একদা এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে তদানীন্তন সময়ের কিশোর কিশোরীরা ওই অনুকরনীয় পোশাক নিজেরা পরতে গর্ব অনুভব করতো। এছাড়া বাচ্চাদের জন্য তৈরি অ্যানিমেশন টিভি সিরিয়াল "ডোরিমন" তো পরতে পরতে নিখুঁত টেলিপোর্টেশনে ঠাসা। টিভির ছোট পর্দার পাশাপাশি ২০১৬ সালে রিলিজ হওয়া সিনেমার বড় পর্দায় ভক্টর স্ট্রেঞ্জ ফিল্মটি দর্শকদের যথেষ্ট মন কেড়েছিল। এতেও টেলিপোর্টেশনকে। মিশেল করা হয়েছিল ইন্দ্রজালের অঙ্গ হিসেবে। তবে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীতে এর প্রথম প্রয়োগ ঘটে ১৮৭৭ সালে। বইটির - নাম "দি ম্যান উইদাউট এ বডি, যার লেখক ছিলেন এডওয়ার্ড পেজ মিচেল। সম্ভবতঃ এটিই টেলিপোর্টেশন সম্পর্কিত পৃথিবীর প্রথম প্রকাশিত বই। অবশ্য জনপ্রিয় চলচ্চিত্র সহ টিভি সিরিয়ালগুলিতে টেলিপোর্টেশন চরিত্রের বরাতে যতই জনমানসে খ্যাতি তুঙ্গস্পর্শী। হোক না কেন, বাস্তব জীবনে মানুষের চরিত্রের সঙ্গে টেলিপোর্টেশনের অবস্থান হলো জল আর তেলের মতো। কিছুতেই মিলমিশ হতে পারে না। অনন্ত এপ্রসঙ্গে বিশ্বব্যাপী সিংহভাগ বিজ্ঞানীদের এমনই সর্বশেষ নিদান। তাঁদের মতে, আক্ষরিক। অর্থে কোনও বস্তু বা কোনও শক্তি চোখের গু নিমেষে এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করাকে টেলিপোর্টেশন বলে। ইতিমধ্যেই পদার্থের কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের দাবি। তাঁদের মতে, এক বস্তুর পরমানু অন্য কনা কাঠামোয় স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে ইতিমধ্যে। ২০০৩ সালে পদার্থের কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশনের সফলতা মেলে যখন একটি বস্তু কনার মৌলিক কোয়ান্টাম উপাদান তড়িৎ গতিতে স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল অন্য বস্তুর পরমানুতে। তবে এক্ষেত্রে বস্তুর অবয়বের স্থানান্তর হয়নি।

বিজ্ঞানের পরিভাষায় কোনও মানুষ বা প্রাণির গঠনতন্ত্র পুরোপুরি জটিল থেকে জটিলতর জৈবিক রসদে পরিপূর্ণ। বস্তুবাদ ও জৈববাদ আদতেই বিজ্ঞানের দু'টি পৃথক সনাতনী ধারা। এই দ্বিজ প্রান্তে রয়ে গেছে আন্তঃ নাক্ষত্রিক দূরত্বের চরিত্রগত বৈরীতা। তাই এযাবৎ কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশনে পদার্থ কেন্দ্রিক সাফল্য করায়ত্ব হলেও এখনও পর্যন্ত তা মনুষ্য পর্যায়ে সফলতার মুখ দেখেনি। কিন্তু প্রচলিত বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ অনেকের জানা। তা হলো, যেখানে বিজ্ঞান শেষ সেখানে দর্শন শুরু। আর দর্শনের বৃত্ত সার্থকতা তো পৃথিবীর নানা ধর্মের আতুরঘরেই চির লালিত। অতি সযত্নে। পরম বিশ্বাসে। তাই দর্শন ভিত্তিক বিভিন্ন ধর্ম ও তার বিবিধ সাধক সাধিকার অলৌকিক টেলিপোর্টেশন উপাখ্যান আজও উচ্চ মর্যাদায় বিশ্ব বন্দিত। একইসঙ্গে বিনম্র শ্রদ্ধায় আধ্যাত্মিক ভাবে আত্মস্থও।

প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু ধর্মের অন্তরাত্মায় টেলিপোর্টেশনের উজ্জ্বল উপস্থিতি কিন্তু বৈদিক যুগেও পাওয়া যায়। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে পুরাণ মতে দুই ঋষি কন্যা উষা ও চিত্রলেখা ছিলেন পরস্পরের অন্তরঙ্গ সখী। একদিন স্বপ্নে উষা দর্শন পেলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র অনিরুদ্ধর। সখীর প্রেমমগ্ন সেই স্বপ্নপুরণের মনোবাসনা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ চিত্রলেখা সম্মুখ সাক্ষাৎ করেন অতিদূর স্থিত অনিরুদ্ধর সঙ্গে। আবার নারদ তো সর্বদা নারায়ণ নারায়ণ মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র মুহুর্মুহু বিচরণ করতেন সত্যযুগে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এ'সবই তো টেলিপোর্টেশনকেই মান্যতা দেয়। এমনকি হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণে ইন্দ্রজিতের ভূমিকাতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। যখন তিনি মেঘের মধ্যে আকস্মাৎ আত্মগোপন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেটাও তো আলোচিত বিষয়কে সঙ্গত দেয়। তর্কের খাতিরে এটা বলা যেতেই পারে, এধরনের উপমাগুলি তো আদতে হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস ভিত্তিক। কিন্তু এর বাস্তব প্রতিফলন কোথায়? এমন প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে বহুক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপ, হিন্দু ধর্মে সাক্ষাৎ মানুষের অবিশ্বাস্য টেলিপোর্টেশন বিভিন্ন সাধকের জীবনচক্রে গভীর ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ হিসেবে কিংবদন্তি যোগীসাধক স্বামী ত্রৈলঙ্গস্বামী মহারাজের জীবনীতেও এমন টেলিপোর্টেশন রহস্য আজও ভক্তদের বিস্মিত করে বৈকি। বারানসীর গঙ্গা প্রবাহিত দশাশ্বমেধ ঘাটে একদিন সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পরিভ্রমণ করছিলেন এই সিদ্ধসাধক। পুরম পুরুষের এমন অবস্থা স্বচোখে দেখে ফেলেন তদানীন্তন স্থানীয় ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট। রীতিমত রুষ্ট হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক নির্দেশে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে নিক্ষেপ করে দেন গারদে। কিন্তু সকলকে অবাক করে পরদিন সকালে সাধক পুরুষ ফের একই স্থানে পূর্বাবস্থায় হাঁটাচলা করতে থাকেন। একদম মুক্ত অবস্থায়। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় ফের ওই যোগী পুরুষকে কারাগারে নিজের হাতে এবার বন্দি করলেন। কারাগারের গেটের চাবি রেখে দেন নিজস্ব হেফাজতে। কিন্তু হিন্দু মতে যিনি যোগ সাধনায় বলীয়ান হয়ে স্থুল দেহ বর্জন করে সুক্ষ্ম দেহে যত্রতত্র ইচ্ছেমতো স্থানান্তর বিদ্যা আয়ত্ব করেছেন, তাঁকে জেলে আটকায় কার সাধ্য। সুতরাং ফলস্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেট কিছু পরেই পরখ করলেন, ত্রৈলঙ্গস্বামী আদালতের এক প্রান্তে ঘুরছেন একেবারে নিজস্ব মেজাজে। এমন ঘটনাকে কি বলা যেতে পারে? তবে কি এটা যথার্থ মনুষ্য টেলিপোর্টেশন? এমনতর নিদর্শন আরও রয়েছে। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর জীবনী ঘিরে। কর্মসূত্রে তিনি তখন গাজিপুরে বসবাস করতেন। সেখানে একদা তাঁর উর্ধতন সাহেব বসে ছিলেন। হতাশাগ্রস্থ হয়ে। যোগীসাধক জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন ব্রিটেনের বাড়িতে ওনার স্ত্রী অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। এমনটা বুঝতে পেরে যোগীরাজ ফিরে যান নিজের ঘরে। আধঘন্টা পর ফিরে এসে সাহেবকে আশ্বস্থ করলেন, ওনার স্ত্রী এই মুহুর্তে সুস্থ আছেন এবং এখন ম্যাডাম আপনাকে একটা চিঠি লিখেছেন। এমনকি চিঠিতে কি লিখেছেন তাও তিনি বলে দিলেন। সাহেব আদৌ এসব বিশ্বাস করেননি প্রাথমিকভাবে। কিন্তু ভুল ভাঙলো যখন ডাকযোগে স্ত্রীর চিঠি সপ্তাহ খানেক বাদে সাহেব হাতে পেলেন। দেখলেন চিঠির ভাষা ও শ্যামাচরণ লাহিড়ীর বক্তব্য হুবহু এক। চমক আরও অপেক্ষা করছিল যখন কয়েক মাস পরে ওনার স্ত্রী গাজিপুরে এলেন। সেখানে যোগীরাজকে দেখে চমকে গিয়ে ম্যাডাম বলে উঠলেন সাহেবকে, ইনিই তো আমার ব্রিটেনে অবস্থিত গৃহে গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। জানতে চান আমি কেমন আছি। মাত্র ত্রিশ মিনিটের তফাতে শ্যামাচরণ লাহিড়ী কর্মস্থল থেকে স্বগৃহে গেলেন। অফিসে ফিরলেন। তারমধ্যে আবার গাজিপুর থেকে ব্রিটেন গেলেন এবং সেখান চলেও এলেন। কিভাবে তিনি সম্পন্ন করলেন এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাবলী। বাস্তবিক অর্থে, এমনতর মনুষ্য টেলিপোর্টেশনের অদ্ভুতুড়ে ঘটনার প্রকৃতই বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। শুধুই কি হিন্দু ধর্মের পরিধিতে টেলিপোর্টেশনের ব্যবহার প্রবলভাবে আলোচিত হয়েছে তা কিন্তু মোটেই নয়। বিশ্বের অন্যান্য ধর্মেও এর শিকড় রোপণ করা আছে অনেক গভীরে। ইসলাম মতে মিরাজ হলো এক অতি পবিত্র আধ্যাত্মিক অধ্যায়। কোরান বর্ণিত অনুসারে পরম নবী মুহাম্মদ (সা) মহান আল্লাহ'র নির্দেশ মেনে এক রাতের মধ্যে মক্কা থেকে জেরুজালেম পরিভ্রমণ করেছিলেন। এরপর তিনি আকাশে উঠে যান মহান আল্লাহ'র সঙ্গে সম্মুখ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। আবার খ্রীষ্ট ধর্ম পুস্তক অনুযায়ী, প্রভু যীশু মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা একটি বন্ধ ঘরে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে আচমকা প্রভু যীশু উপস্থিত হয়ে সবাইকে চমকে দেন (মথি ১৪: ২২-৩৩)। বাইবেলের (প্রেরিত ১:৯-১১) বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রভু যীশু শিষ্যদের সামনে থেকে আকস্মাৎ আকাশে অদৃশ্য হয়ে যান। উনার এই অদৃশ্য হওয়ার ঘটনাকে খ্রিস্টানরা যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করেন। পাশাপাশি জৈন ধর্মের মধ্যেও কিছু অলৌকিক বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন ভগবান মহাবীর অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিসেবে পুজিত হন জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে। তিনি ছিলেন জৈন ধর্মের ২৪ তম তীর্থঙ্কর। কঠোর ধ্যান সাধনের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে হামেশা শরীর চক্র উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হতেন। এমনকি নিজের পছন্দসই স্থান ইচ্ছে মতো যখন খুশি বিদ্যুৎ গতিতে পাল্টাতে পারতেন বলে জৈনরা আধ্যাত্মিক পর্যায়ে বিশ্বাসও করে থাকেন। একইরকমের মত পোষণ করেন বৌদ্ধরাও। ধর্মগুরু গৌতম বুদ্ধের জীবনীতেও অতিলৌকিক উৎকর্ষের নানাবিধ সুক্ষ্ম অতিক্রমণের নজির স্থান পেয়েছে। অবশেষে এটুকু বলাই যায়, বিজ্ঞানের পরিভাষায় যেখানে টেলিপোর্টেশন আপাতত স্রেফ কোয়ান্টাম অক্ষেই সীমায়িত ঘূর্ণায়মান, সেখানে ধর্মীয় দর্শনের অতিন্দ্রীয় বিচরণে সে যে যুগ যুগান্তরকারী মহানিস্ক্রমণের সুক্ষ্মজৈব পরিব্রাজক বৈকি।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণ করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

রাজনৈতিক স্বার্থে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করছে কংগ্রেস ও বিরোধীরা: যোগী

লখনউ, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজনৈতিক স্বার্থে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দল বারবার দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। একইসঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (ছজ্জট্র) প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীদের আপত্তিরও তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।

রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলি ধারাবাহিকভাবে দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য ইউপিএ-সংশ্লিষ্ট দলগুলির বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ক্ষতি করছে।

এসআইআর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রক্রিয়া নিয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে তা নতুন নয়। ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬১, ১৯৬৫, ১৯৬৬ এবং ২০০৩ সালেও দেশে বিভিন্ন সময়ে এসআইআর পরিচালিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট করে দিয়েছে। যোগীর দাবি, কোনও যোগ্য ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে তাঁকে প্রয়োজনীয় ফর্ম জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। ফর্ম ৬ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টও নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে বলে তিনি জানান।

যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেন, তিন নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিকদের সামনে এসে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। এর পরেও নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্ন করা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা অত্যন্ত দুঃখজনক। গণতন্ত্রে হিংসা, ভাঙচুর ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের কোনও স্থান থাকা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলকে আক্রমণ করতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ অতীতে ক্যাগ, ইভিএম এবং নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, ২০১৯ সালে রাফাল সংক্রান্ত ক্যাগের পর্যবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। একইভাবে কংগ্রেসের সরকার কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রেও যে ইভিএম ব্যবহার হয়েছে, সেই ইভিএমকেই 'ব্ল্যাক বক্স' বলে অভিহিত করে দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

তিনি ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারির প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসকে সংবিধানকে দুর্বল করার জন্য অভিযুক্ত করেন। পাশাপাশি, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারগুলি অতীতে বিরোধী দলের নির্বাচিত সরকারগুলিকে অসাংবিধানিক উপায়ে একাধিকবার বরখাস্ত করেছে বলেও অভিযোগ করেন। বালাকোট বিমান হামলা এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অভিযোগও করেন তিনি।

এসআইআর নিয়ে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি এবং অন্যান্য বিরোধী দলের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন দেশ শাসন করা কংগ্রেস বারবার নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্ন করেছে। তাঁর প্রশ্ন, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অনিয়ম, নীতি ও কর্মকাণ্ডের কারণে নির্বাচনে পরাজিত হলে সেই দায় নির্বাচন কমিশন বা ইভিএমের ওপর চাপানো কতটা যুক্তিসঙ্গত?

বিরোধী দলগুলিকে আত্মসমীক্ষা করারও পরামর্শ দেন যোগী আদিত্যনাথ।

রাহুলের নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করা নিয়ে পাল্টা কিরেন রিজিজু, 'ভুল বার্তা যাবে'

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। সমাজে রাহুল গান্ধীর বক্তব্য প্রচার করা হলে তা "ভুল বার্তা" দেবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিজেপির আরও কয়েকজন নেতাও রাহুলের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন।

বিজেপি নেতা নরোত্তম মিশ্র রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে বলেন, তাঁর বক্তব্য তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখার চেষ্টা। তিনি দাবি করেন, রাহুল গান্ধী এ পর্যন্ত বহু নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

রাহুল গান্ধীর ইভিএম, ভোট চুরি এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে নরোত্তম মিশ্র বলেন, একদিকে ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে ভোট চুরির অভিযোগ করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের মাধ্যমে ইভিএম নিয়ে আগের অভিযোগের সঙ্গে বর্তমান অভিযোগের মধ্যে অসঙ্গতি তৈরি হয়েছে।গত ২৪ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে বড় আকারের কারচুপির অভিযোগও করেন।

ছত্তীসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইও রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধী দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সাই দাবি করেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনের অন্য দুই কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশীর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন নির্বাচন কমিশনের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নেই বলেই প্রমাণ করেছে।

'চিপস থেকে জাহাজ', আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে কৌশলগত স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ানো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি বলে মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

রবিবার নয়াদিল্লিতে এনডিটিভি ডিফেন্স সামিট ২০২৬-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, দেশের প্রয়োজনীয় যে কোনও সামগ্রী ভারতে তৈরি করা সম্ভব হলে তা আমদানির পরিবর্তে দেশেই উৎপাদনের নীতিতে এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, "চিপস থেকে জাহাজ, স্ক্রু থেকে সম্পূর্ণ অস্ত্র ব্যবস্থাসবকিছু দেশীয়ভাবে তৈরি করার সক্ষমতাই ভারতকে কৌশলগত স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাবে।" প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় নকশা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির নিজস্ব প্রয়োগের গুরুত্বও তুলে ধরেন তিনি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রতিরক্ষা সরবরাহ শৃঙ্খলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি দেশে উৎপাদন এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি বিদেশি সরবরাহকারীদের উপর নির্ভরতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন এবং গোটা উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বনির্ভরতা প্রয়োজন বলেও জানান তিনি।

দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করতে সরকারের সাম্প্রতিক নীতি ও সংস্কারের উল্লেখ করে রাজনাথ বলেন, কাঠামোগত ও রূপান্তরমূলক একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে উল্লেখযোগ্য গতি এসেছে। তাঁর কথায়, ভারত শুধু বর্তমানের প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, দেশ ভবিষ্যতমুখী এবং আত্মনির্ভর।

টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে ২জি থেকে ৫জি প্রযুক্তিতে উত্তরণের সঙ্গে আধুনিক যুদ্ধ ব্যবস্থার তুলনা করে রাজনাথ বলেন, যুদ্ধও এখন পঞ্চম প্রজন্মের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, রোবোটিক্স, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এবং সাইবার নিরাপত্তা আধুনিক যুদ্ধ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে বলে তিনি জানান।

ভারত দেশীয় কোয়ান্টাম প্রযুক্তির প্রসারে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং উদীয়মান প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগত কাঠামোও শক্তিশালী করা হচ্ছে বলে জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

তিনি বলেন, ভারত যোগাযোগভিত্তিক ও যোগাযোগ-বহির্ভূত যুদ্ধ এবং কাইনেটিক ও নন-কাইনেটিক সামরিক অভিযানের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ শক্তি সম্পদের উৎসও বহুমুখী করছে।

ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্র একাধিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত এবং প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠবে বলে উল্লেখ করে রাজনাথ বলেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে যে দেশগুলি এগিয়ে থাকবে, তারা পরিবর্তিত নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং আধুনিক সংঘাতে নিজেদের সক্ষমতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে।

দেশের তরুণ প্রজন্মের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনেরও প্রশংসা করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতের তরুণরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন প্রযুক্তি, রোবোটিক্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, সাইবার নিরাপত্তা এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছেন। তাঁর কথায়, "ভারতের তরুণরা আর শুধু ভবিষ্যতের চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে না। তারা ভারতের ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য প্রযুক্তি তৈরি করছে।"

মিজোরামে ১৭.৮৯ কোটি টাকার মাদক ও নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার

আইজল, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মিজোরামের চাম্পাই জেলায় প্রায় ১৭.৮৯ কোটি টাকা মূল্যের মাদক ও নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করেছে স্পিয়ার কোরের অধীন অসম রাইফেলস। অভিযানে তাদের সঙ্গে ছিল ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই) এবং মিজোরাম পুলিশ। রবিবার আধিকারিকরা এ তথ্য জানিয়েছেন।

ভারতীয় সেনার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, চাম্পাই থেকে ১,২৫,৬৮০ কেজি সুপারি এবং ২৫,৪৪০ কেজি পোস্তবীজ উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য ১৭.৮৯ কোটি টাকা। মায়ানমার থেকে অবৈধ মাদক পাচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে চাম্পাই দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা বাহিনীর নজরে রয়েছে।

চলতি মাসের শুরুতেও মিজোরাম ও মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনী মেথামফেটামিন ট্যাবলেট ও হেরোইন মিলিয়ে ৩.৬৮ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মাদক উদ্ধার করে এবং পাঁচজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছিল বলে আধিকারিকরা জানান।

প্রতিরক্ষা দফতরের এক মুখপাত্র জানান, নিষিদ্ধ মাদক পাচারের বিষয়ে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অসম রাইফেলস মিজোরাম পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে সাইতুয়াল জেলার মিমবুং-কাওলবেম-নগোপা এলাকার টি-জংশনে অভিযান চালায়। অভিযানে এক মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়। পরে তার কাছ থেকে প্রায় ১.৮৩ কোটি টাকা মূল্যের ২.২৮৫ কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

আটক ব্যক্তি এবং উদ্ধার হওয়া মাদক পরবর্তী তদন্ত ও আইনি পদক্ষেপের জন্য এনডোপা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবী পদার্থ আইন, ১৯৮৫ বা এনডিপিএস আইনের অধীনে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

অন্য একটি অভিযানে, সীমান্তবর্তী জোখাওথার এলাকার আয়রন গেটে মাদক পাচারের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অসম রাইফেলস ও মিজোরাম পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়।

কঠিন পরিস্থিতিতে শান্ত থাকার বার্তা রাহুল গান্ধীর, সামনে ইসিআই ও এসআইআর বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় শান্ত থাকার বার্তা দিয়ে রবিবার সামাজিক মাধ্যমে একটি দার্শনিক মন্তব্য করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। যদিও তিনি তাঁর বক্তব্যের নির্দিষ্ট কোনও প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেননি, তাঁর এই মন্তব্যের সময়কাল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ রাহুল গান্ধী লেখেন, "সমুদ্র উত্তাল থাকলে আমি সাঁতার কাটতে ভালোবাসি। এটি শেখায়, উত্তাল পরিস্থিতিও শান্ত থাকার আরেকটি রূপ।"

রাহুল গান্ধীর এই পোস্ট এমন সময়ে এসেছে, যখন নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ এবং দেশজুড়ে চলা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি রাহুল গান্ধী নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, গত তিন বছর ধরে তিনি ভোট চুরির বিষয়টি তুলে ধরছেন। একইসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন রাহুল।

শনিবার কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে অভিযোগের প্রসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর দাবি, নেতৃত্বের সমর্থন ছাড়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এত গুরুতর অপরাধ করা সম্ভব নয়। তিনিও প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেন।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আরও জানান, নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ইসিআই-কে ঘিরে বিতর্ক এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি বৈঠক করতে পারে বলে জানা গেছে।

এর আগে একটি সংবাদ প্রতিবেদনে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য এবং দুই নির্বাচন কমিশনারের অজ্ঞাতসারে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়েও রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এশিয়ান গেমসে রুপোজয়ী অভয় সিংকে ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের

চেন্নাই, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জাপানে অনুষ্ঠিত ২০তম এশিয়ান গেমসে পুরুষদের সিঙ্গলসে রুপোর পদকজয়ী স্কোয়াশ খেলোয়াড় অভয় সিংকে ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। রবিবার অভয়কে অভিনন্দন জানিয়ে এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অভয় সিংয়ের এই সাফল্য তামিলনাড়ু ও ভারতের জন্য গর্বের। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে রাজ্য সরকার ৫০ লক্ষ টাকার পুরস্কার দেবে। অভয়ের সাফল্য তামিলনাড়ুর তরুণ ক্রীড়াবিদদের, বিশেষ করে সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী মহিলা খেলোয়াড়দেরও উৎসাহিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিজয়। ভবিষ্যতে রাজ্য ও দেশের হয়ে আরও সাফল্য অর্জনের জন্য অভয়কে শুভেচ্ছা জানান তিনি।

এশিয়ান গেমসে এটি অভয় সিংয়ের সিঙ্গলসে প্রথম পদক। এর আগে হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় পুরুষ দলকে সোনা জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন চেন্নাইয়ের এই খেলোয়াড়। ফাইনালের নির্ণায়ক ম্যাচে পাকিস্তানের নূর জামানকে হারিয়ে দলীয় সোনা নিশ্চিত করেছিলেন তিনি। ওই গেমসেই আনাহত সিংয়ের সঙ্গে মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জও জিতেছিলেন অভয়।

চলতি বছরের শুরুতে ইন্ডিয়ান ওপেনের পুরুষদের শিরোপাও জেতেন অভয়। ফাইনালে সরাসরি গেমে অপর ভারতীয় খেলোয়াড় বীর চোত্রানিকে পরাজিত করেন তিনি।

গুজব ঘিরে পাঞ্জাবের আরও এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি, হাইওয়ে অবরোধ

চণ্ডীগড়, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি 'গুজব'কে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের জলন্ধরের উপকণ্ঠে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। রবিবার রাতে শতাধিক পড়ুয়া বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্পাসে ভাঙচুরের পাশাপাশি কয়েকটি জিনিসে আগুন ধরিয়ে দেন এবং জলন্ধর-ফগওয়াড়া জাতীয় সড়কের একটি অংশ বেশ কয়েক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন বলে পুলিশ ও পড়ুয়ারা জানিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করা হয়েছিল, বাইরের কোনও ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক পড়ুয়াকে ধর্ষণ করেছে। তবে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পুলিশ এমন কোনও ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। কথিত যৌন নির্যাতনের ঘটনাটির কোনও স্বাধীন সত্যতাও মেলেনি।

লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি (এলপিইউ) সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মনিকা গুলাটি এক বিবৃতিতে বলেন, "বর্তমানে যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, তার কোনও সত্যতা নেই।"

তিনি পড়ুয়া, অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষকে গুজবে বিশ্বাস বা তা ছড়িয়ে না দেওয়ার আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জারি করা সরকারি তথ্যের ওপর নির্ভর করার পরামর্শ দেন তিনি।

গুলাটি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় জানতে পেরেছে যে কিছু 'অসামাজিক শক্তি' সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য মাধ্যমে মিথ্যা ও মনগড়া তথ্য ছড়িয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করছে এবং শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত করছে। তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই এই তথ্য ছড়ানো হয়ে থাকতে পারে।

বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা জানান, তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে এফআইআর নথিভুক্ত করে অভিযোগের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। কয়েকজন বিক্ষোভকারী যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলে দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।

পড়ুয়াদের একাংশ আরও অভিযোগ করেন, ভাঙচুরের ঘটনায় বাইরের লোকজন জড়িত ছিল। গত দু'দিনে পাঞ্জাবের কোনও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি দ্বিতীয় বড় ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা। এর আগে পাতিয়ালা জেলার রাজপুরার চিতকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি ছড়ায়। শুক্রবার গভীর রাত থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত চিতকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক পড়ুয়া বিক্ষোভ দেখান। সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই ছাত্রী নিখোঁজ হওয়ার দাবিকে কেন্দ্র করে, যদিও সেই দাবিরও কোনও যাচাই করা প্রমাণ সামনে আসেনি। পরে পরিস্থিতি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, দুটি পুলিশ গাড়িতে ভাঙচুর এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিতে গড়ায়।

পরপর এই দুই ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে, অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া যাচাই না-করা তথ্য কত দ্রুত বড় আকারের ছাত্র জমায়েত, বিক্ষোভ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া দাবিগুলির সত্যতা যাচাই করছে।

এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ নিতিন নবীনের

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ তুললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও নিশানা করছে।

শনিবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি বিস্তারিত পোস্টে নবীন বলেন, এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের ছড়ানো 'মিথ্যা' ফের প্রকাশ্যে এসেছে। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশন অব ইন্ডিয়া (ইসিআই) স্পষ্ট করেছে যে এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত পূর্ণাঙ্গ কমিশন সর্বসম্মতভাবে নিয়েছে।

নবীনের অভিযোগ, এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও কংগ্রেস "মনগড়া মিথ্যার" ওপর নিজেদের রাজনৈতিক বক্তব্য তৈরি করে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে।

তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধে দ্বৈত মানদণ্ডের' অভিযোগ তুলে বলেন, কেরল ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে একই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কংগ্রেস ও তাদের সহযোগীরা জয়ী হলে সেই প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু অন্যত্র জনমত তাঁদের বিপক্ষে গেলে সেই নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেই প্রশ্ন করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। নবীন বলেন, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জয়-পরাজয় স্বাভাবিক। তবে প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করতে প্রচার চালানো "দুর্ভাগ্যজনক ও গ্রহণযোগ্য নয়" বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরও দাবি করেন, রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য দায়ীদের দেশের কাছে জবাবদিহি করা এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

এসআইআর নিয়ে বর্তমানে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। বিরোধী দলগুলি, বিশেষ করে কংগ্রেস, এই প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে। অন্যদিকে বিজেপি ধারাবাহিকভাবে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

নবীনের বক্তব্যকে বিরোধীদের অভিযোগের পাল্টা জবাব হিসেবেই দেখছে বিজেপি। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের মোকাবিলায় তাঁর এই বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ভারত-কানাডা সম্পর্ককে 'আরও উচ্চতায়' নিয়ে যেতে প্রস্তুতি: জয়শঙ্কর

রাষ্ট্রসংঘ, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে "আরও উচ্চতায়" নিয়ে যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দের সঙ্গে বৈঠকের পর এই মন্তব্য করেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জয়শঙ্কর লেখেন, "কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দের সঙ্গে দেখা করে সবসময়ই ভালো লাগে।" তিনি আরও বলেন, "সম্পর্ককে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতির মধ্যেই একটি ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।"

বৈঠকের ছবি ও একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিওও পোস্ট করেন জয়শঙ্কর। তবে বৈঠকে ঠিক কোন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বা নতুন কোনও চুক্তি হয়েছে কি না, তা দুই পক্ষের তরফে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়নি।

তবে দুই দেশের সম্পর্কের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে জয়শঙ্করের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। গত এক বছরে ভারত ও কানাডা উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক যোগাযোগ পুনরায় শুরু করেছে এবং অর্থনীতি ও কৌশলগত সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক ব্যবস্থা চালু করেছে।

২০২৫ সালের অক্টোবরে অনিতা আনন্দের ভারত সফরের সময় দুই দেশ একটি যৌথ রোডম্যাপ ঘোষণা করেছিল। এরপর চলতি বছরের শুরুতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি মুম্বই ও নয়াদিল্লি সফর করেন।

সেই সফরে কার্নি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বকে কেন্দ্র করে নবায়িত কৌশলগত অংশীদারিত্বের কর্মসূচি নির্ধারণ করেন। ২০২৬ সালে একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সিইপিএ)-এর আলোচনা শেষ করার লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। কানাডার দাবি, প্রস্তাবিত চুক্তির মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে দুই দেশের বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৭০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে।

প্রস্তাবিত আলোচনায় পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি ও কৃষিপণ্য, ডিজিটাল বাণিজ্য, মানুষের যাতায়াত এবং টেকসই উন্নয়নের মতো বিষয় রয়েছে।

এছাড়া তরল প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস, ইউরেনিয়াম, সৌরশক্তি ও হাইড্রোজেনকে কেন্দ্র করে দুই দেশ কৌশলগত জ্বালানি অংশীদারিত্বের কথাও ঘোষণা করেছে।

বড় বাণিজ্যিক চুক্তির মধ্যে কানাডার সংস্থা ক্যামেকোর সঙ্গে ২.৬ বিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি রয়েছে। এর আওতায় ২০২৭ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রায় ২২ মিলিয়ন পাউন্ড ইউরেনিয়াম সরবরাহ করবে কানাডা।

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, মহাকাশ ও বিমান প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, উচ্চশিক্ষা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা নিয়েও দুই দেশ সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে।

কানাডা সরকারের তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে ১৮ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ রয়েছেন। ২০২৪ সালে পড়াশোনার অনুমতিপত্রসহ অভিবাসনের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারত ছিল কানাডার বৃহত্তম উৎস দেশগুলির একটি।

সরকারি কানাডিয়ান তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দুই দেশের পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০.৯ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪ সালে ভারতে কানাডার পরিষেবা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৫.৬ বিলিয়ন ডলার, যার বড় অংশই শিক্ষা সংক্রান্ত ভ্রমণ থেকে এসেছে।

জাতীয় নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়েও দুই দেশের মধ্যে কাঠামোবদ্ধ আলোচনা ফের শুরু হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ, হিংসাত্মক চরমপন্থা, সংগঠিত অপরাধ, সাইবার অপরাধ, তোলাবাজি, আর্থিক প্রতারণা, মাদক এবং অভিবাসন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের মতো বিষয় এই আলোচনার আওতায় রয়েছে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কনুইয়ে আঘাত লাগলেই হাতে বিদ্যুৎ খেলে যায় কারণ কী

কনুইয়ের ভেতরের দিকে জোরে আঘাত লাগলে অনেকেরই অনেক সময় হাতের মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল - এমন অনুভূতি হয়। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তীব্র ঝিঁঝিঁ, শিরশির ভাব দেখা দিতে পারে। বিষয়টি অস্বাভাবিক মনে হলেও এর পিছনে আছে শরীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুর অবস্থান। আঘাতের সময় সেই স্নায়ুতে তৈরি হয় সাময়িক উত্তেজনা।

এই অদ্ভুত অনুভূতির প্রধান কারণ হল আলনার নার্ভ। স্নায়ুটি কনুইয়ের ভেতরের দিক দিয়ে হাতের নিচের দিকে চলে গিয়েছে। কনুইয়ের কাছে এই ত্বকের বেশ কাছেই অবস্থিত ও এর ফলে আশেপাশের টিস্যু ও হাড়ের কারণে তুলনামূলকভাবে কম সুরক্ষিত থাকে। ফলে ওই জায়গাতে সরাসরি কোনও আঘাত লাগলে স্নায়ুটি উত্তেজিত হয়ে যায়। স্নায়ু শরীরে বিভিন্ন অংশ ও মস্তিষ্কের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংকেতের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করে। কনুইয়ে আঘাত লাগলে সাময়িকভাবে উত্তেজিত হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করে। মস্তিষ্ক সেই সংকেতকে ব্যথা, ঝিঁঝিঁ বা বিদ্যুৎ শোকের মতো অনুভূতি হিসেবে গ্রহণ করে। তাই আঘাতের জায়গার তুলনায় অনেক দূর অবধি অস্বস্তি হতে পারে।

কনুইয়ের হাতের নিচের অংশ ও কয়েকটি আঙুলের সেন্সের সঙ্গে যুক্ত। তাই কনুইয়ে আঘাত লাগার পর শুধু কনুইতেই নয়, হাতের নিচের অংশেও ঝিনঝিন বা শিরশির অনুভূতি হতে পারে। বিশেষ করে কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙুলে এই অনুভূতি বেশি টের পাওয়া যায়। অনেক সময় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই অস্বস্তি নিজে থেকেই কমে যায়।

কনুইয়ের এই সংবেদনশীল অংশকে ইংরেজিতে প্রায়ই funny bone বলা হয়। তবে নামটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর, কারণ এটি আসলে কোনও বিশেষ হাড় নয়। কনুইয়ের কাছে ulnar nerve-এর অবস্থান থেকেই এই প্রচলিত নামের উৎপত্তি। জায়াগাটিতে আঘাত লাগলে অস্বাভাবিক ও তীব্র অনুভূতি হওয়ার কারণে বিষয়টি মানুষের কাছে বেশ পরিচিত নাম। শরীরে অন্য জায়গায় সামান্য আঘাতের তুলনায় কনুইয়ের এই অংশের আঘাত বেশি তীব্র মনে হয়। কারণ, সেখানে স্নায়ুটি ত্বকের খুব কাছে থাকে। ফলে সরাসরি স্নয়ুকে দ্রুত উত্তেজিত করে ও মস্তিষ্ককে সংকেত পাঠায়। এই সংকেতের কারণেই কয়েক মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতের শকের মতো অনুভূতি হয়। সাধারণত, কনুইতে হঠাৎ আঘাতের পর অল্প সময়ের ঝিঁঝিঁ বা শক লাগার অনুভূতি নিয়ে উদ্বেগের কারণ থাকে না। তবে যদি অসাড়তা বা ঝিঁঝিঁ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়, বারবার ব্যথা হয়, হাত বা আঙ্গুল দুর্বল হয়ে যায়, বা কনুই ফুলে যায়, তাহলে ডাক্তার দেখানো দরকার। কনুইয়ের ভেতর এমন একটি জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হয়, যেখানে এটি তুলনামূলকভাবে কম সুরক্ষিত। তাই সেখানে আঘাত লাগলে স্নায়ুটি সাময়িকভাবে উত্তেজিত হয় ও অস্বাভাবিক সংকেত মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। তার ফলেই বিদ্যুৎ শকের মতো অনুভূতি হয়।

ঘরে কীভাবে ইলিশ স্টোর করলে তাজা থাকবে বহুদিন

ইলিশপ্রেমী বাঙালির পাতে বর্ষার রুপোলি শস্য না থাকলে যেন পুরো মরসুমটাই বৃথা। কিন্তু বছরের সব সময় বাজারে ভালো মানের ইলিশ মেলা দুষ্কর, আর মিললেও দাম থাকে আকাশছোঁয়া। ফলে মরসুমের শুরুতেই ইলিশ কিনে ঘরে তুলে রাখার প্রবণতা বহু বাঙালির মধ্যেই দেখা যায়। তবে সঠিক জানা-বোঝার অভাবে অনেক সময় ফ্রিজে দীর্ঘদিন ইলিশ রাখলে তার নিজস্ব স্বাদ, গন্ধ ও তৈলাক্ত ভাব নষ্ট হয়ে যায়। তবে, কিছু বৈজ্ঞানিক ও সহজ কৌশল মেনে চললে ফ্রিজে দীর্ঘদিন রেখেও ইলিশের খাঁটি স্বাদ ও গন্ধ হুবহু বজায় রাখা সম্ভব। দীর্ঘদিন ইলিশ টাটকা রাখার সবচেয়ে নিখুঁত উপায় হল মাছ না কেটে আস্ত অবস্থায় রাখা। বাজার থেকে এনে ইলিশ জল দিয়ে না ধুয়ে শুকনো সুতির কাপড় দিয়ে হালকা করে মুছে নিন। এরপর আস্ত মাছটিকে একটি জিপলক ব্যাগ বা বড় প্লাস্টিক দিয়ে এমনভাবে মুড়িয়ে নিন যাতে ভেতরে কোনও হাওয়া ঢুকতে না পারে। এই প্লাস্টিক মোড়া মাছটিকে একটি এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে ডিপ ফ্রিজে দ্রুত জমাট বাঁধতে রেখে দিন। আইস-ক্রাস্ট তৈরি হয়ে গেলে মাছ বহু মাস ধরে তার স্বাভাবিক স্বাদ ও তেল ধরে রাখে।

যদি আস্ত মাছ রাখা সম্ভব না হয় এবং পিস করে রাখতে হয়, তবে ভালো করে আঁশ ছাড়িয়ে ও নাড়িভুঁড়ি বের করে মাছ কাটুন। এরপর অতিরিক্ত জল একদম ঝরিয়ে নিন। এখন মাছের টুকরোগুলোতে সামান্য পরিমাণ লবণ ও হলুদ গুঁড়ো সমানভাবে মাখিয়ে নিন। লবণ ও হলুদ প্রাকৃতিক প্রিজারভেটিভ বা সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে, যা মাছে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে দেয় না। পিস করা মাছ একসঙ্গে গাদাগাদি করে না রেখে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বা প্লাস্টিক স্ট্রেচ র‍্যাপার দিয়ে আলাদা আলাদা ব্যাচে মুড়িয়ে ফেলুন। এরপর সবকটি ব্যাচ একটি এয়ারটাইট প্লাস্টিক বা কাঁচের কন্টেনারে আটকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। এর ফলে ফ্রিজের ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি মাছের ওপর এসে তা শুকনো বা খসখসে করে দিতে পারে না। মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ফ্রিজের তাপমাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইলিশ সংরক্ষণের সময় ডিপ ফ্রিজের তাপমাত্রা মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচে রাখা আদর্শ। বারবার ফ্রিজের দরজা খোলা-বন্ধ করলে বা ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে মাছের গুণমান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই ডিপ ফ্রিজিং বজায় রাখা জরুরি।

ইলিশের মূল আকর্ষণ এর চর্বি ও সুগন্ধ। তাই জল দিয়ে ধুয়ে রাখা মাছের চেয়ে না ধুয়ে বা লবণ-হলুদ মাখিয়ে সঠিক উপায়ে মোড়ানো মাছ বেশি দিন ভালো থাকে। তবে ফ্রিজ থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গেই তা গরম জলে দেবেন না; স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বরফ গলতে দিন। এই ছোট ছোট নিয়মগুলো মানলে বছরের যেকোনও সময়েই আপনি পেতে পারেন পদ্মা বা গঙ্গার ইলিশের সেই চেনা মন মাতানো স্বাদ!

মিষ্টি আপেল কীভাবে চিনবেন

সুস্থ থাকার জন্য রোজ একটা করে আপেল খাওয়া জরুরি। কিন্তু বাজারের থরে থরে সাজানো লাল আপেলের ভিড়ে আসল মিষ্টি ফলটা বেছে নেওয়া বেশ ঝক্কির কাজ। তবে কয়েকটা সহজ কৌশল জানা থাকলে ফল কিনতে গিয়ে আর কখনও ঠকতে হবে না।

আপেল কেনার আগে সেটা একটু হাতে নিয়ে হালকা চাপ দিয়ে পরখ করে দেখাটা খুবই জরুরি। হাতের চাপে ফলটা যদি বেশ শক্তপোক্ত মনে হয়, তবে বুঝবেন সেটা একদম তাজা আর মুচমুচে। নরম বা তুলতুলে হয়ে গিয়েছে এমন আপেল কেনা মানেই কিন্তু স্রেফ পয়সা নষ্ট। ফলের খোসা দেখেই তার আসল গুণমান বেশ খানিকটা ধরে ফেলতে পারবেন। সবসময় মসৃণ আর চকচকে খোসা যুক্ত আপেল বেছে নেওয়াই হল আসল বুদ্ধিমানের কাজ। খোসার গায়ে যদি কোনও দাগ বা কালচে গর্ত থাকে, তবে সেই আপেলের দিকে ভুলেও হাত বাড়াবেন না।

আপেলের রঙের সঙ্গে কিন্তু তার মিষ্টি স্বাদের একটা সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। গাঢ় এবং টকটকে লাল রঙের আপেল সাধারণত স্বাদে অনেক বেশি মিষ্টি আর রসালো হয়। ফ্যাকাশে বা ম্যাড়ম্যাড়ে রঙের আপেল দেখলে তা এড়িয়ে চলাই ভালো। শুধু বাইরে থেকে দেখলেই হবে না, ফলের ওজনটাও কিন্তু ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে। আপেল হাতে নেওয়ার পর যদি সেটা আকারের তুলনায় একটু ভারী মনে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে কিনে নিন। কারণ ওজনে ভারী আপেল রসে একেবারে টইটুম্বুর হয়, আর তার স্বাদও হয় দারুণ। আপেলটা ঠিক কতটা তাজা, সেটা বলে দিতে পারে ফলের ওই ছোট্ট বোঁটা বা বৃন্ত। সদ্য পাড়া সতেজ আপেলের ডাঁটি সবসময় একটু নরম গোছের হবে। অন্যদিকে ডাঁটি শুকিয়ে খয়েরি হয়ে গিয়েছে মানেই বুঝতে হবে সেই ফলটা বেশ পুরনো। ফলের সুগন্ধই তার মিষ্টত্বের আসল প্রমাণ, তাই একটু গন্ধ শুঁকে দেখলেও কিন্তু কাজ হয়। বোঁটার কাছ থেকে যদি আপেলের একটা সুন্দর মিষ্টি সুবাস আসে, তবে ফলটা নিশ্চিতভাবে পাকা। আর যদি কোনও গন্ধই না পান, তবে বুঝতে হবে সেই আপেল খেতে একদম পানসে হবে।

বাজারে এখন নানা জাতের আপেল পাওয়া যায়, তাই নিজের পছন্দের স্বাদটা খুঁজে বার করা জরুরি। আপনার পরিবারের সঙ্গে কোন জাতের আপেলটা বেশি মানানসই, সেটা বুঝতে সব রকমই একটু চেখে দেখতে পারেন। নিজের পছন্দের আপেলের ধরনটা একবার চিনে গেলে আর কখনও বিভ্রান্ত হতে হবে না।

ধূমপান নিষিদ্ধ, তাও বিমানের বাথরুমে কেন অ্যাশট্রে থাকে

বিমানে উঠলে একটা ঘোষণা বারবার কানে আসে, 'দয়া করে সিটবেল্ট বেঁধে নিন, বিমানে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।' কিন্তু বিমানের বাথরুমে গিয়ে খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন, ঠিক দরজার গায়ে বা বেসিনের পাশে একটা ছোট্ট ছাইদানি বা অ্যাশট্রে বসানো রয়েছে। ভাবছেন তো, যে বিমানে সিগারেট ধরানোই বারণ, সেখানে অ্যাশট্রের কী কাজ? এ আবার কেমন রসিকতা! আসলে এর পিছনে কোনও রসিকতা নেই, লুকিয়ে রয়েছে এক মর্মান্তিক ইতিহাস।

কেন রাখা থাকে অ্যাশট্রে?

নিয়ম ভাঙতে কিছু মানুষের খুব ভালো লাগে। আকাশে উড়ন্ত বিমানেও এমন অনেক যাত্রী থাকেন, যাঁদের ধূমপানের নেশা আচমকা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ধরে নেওয়া যাক, কেউ একজন লুকিয়ে বাথরুমে গিয়ে সিগারেট ধরালেন। কিন্তু স্মোক ডিটেক্টরের অ্যালার্ম বাজার ভয়ে, তাড়াহুড়ো করে জ্বলন্ত সিগারেটটি সোজা ফেলে দিলেন ডাস্টবিনে। আর এখানেই লুকিয়ে আছে আসল বিপদ। বাথরুমের ডাস্টবিনে থাকে প্রচুর টিস্যু পেপার বা কাগজ। জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো সেখানে পড়লে চোখের নিমেষে আগুন ধরে যেতে পারে। হাজার হাজার ফুট উঁচুতে বিমানে একবার আগুন লাগলে কী ভয়ানক কাণ্ড হতে পারে, তা নিশ্চয়ই আর আলাদা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। এই মারাত্মক বিপদের কথা ভেবেই আমেরিকার উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা একটি কড়া নিয়ম চালু করেছে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি যাত্রীবাহী বিমানের বাথরুমে একটি অ্যাশট্রে থাকতেই হবে। এটা কোনও সাধারণ পরামর্শ নয়, একদম কড়া আইন। ইন্ডিগোর মতো ভারতের বিমান সংস্থাগুলিও এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এর মানে এই নয় যে, বাথরুমে গিয়ে আরাম করে সিগারেট খাওয়া যাবে। কেউ যদি নিয়ম ভেঙে লুকিয়ে সিগারেট ধরিয়েও ফেলেন, তিনি যেন অন্তত জ্বলন্ত টুকরোটি ডাস্টবিনে না ফেলে ওই অ্যাশট্রেতেই নেভান। মূলত বড়সড় বিপদ এড়াতেই এই অভিনব ব্যবস্থা। বিমান সংস্থাগুলি কেন এত কড়াকড়ি করে? এর পিছনে রয়েছে এক ভয়াবহ অতীত। সালটা ১৯৭৩। রিও ডি জেনেইরো থেকে প্যারিসে যাচ্ছিল ভ্যারিগ বোয়িং ৭০৭ বিমান। মাঝ আকাশে হঠাৎ তার বাথরুমে আগুন লেগে যায়। ধোঁয়ায় ভরে যায় চারপাশ। প্যারিসের কাছে জরুরি অবতরণ করতে গিয়ে বিমানটি ভেঙে পড়ে। প্রাণ হারান ১২০ জন মানুষ। পরে তদন্তে জানা গিয়েছে, জ্বলন্ত সিগারেট ঠিকমতো না নেভানোর জন্যই ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই নিরাপত্তার স্বার্থে এই অ্যাশট্রের নিয়ম চালু হয়। তাই পরের বার বিমানে উঠে অ্যাশট্রে দেখলে অবাক হবেন না। জানবেন, ওটা নিরাপত্তার জন্যই রাখা। বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং ক্যানসারের কারণ।

কেতকী কুশারী ডাইসনের ভাবনা বিশ্ব..

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ইতিহাসে কেতকী কুশারী ডাইসন এমন এক নাম; যিনি কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা বা প্রথাগত ধারণার ছাঁচে বন্দি নন। একাধারে কবি; ঔপন্যাসিক; অনুবাদক; গবেষক; প্রাবন্ধিক তাঁর সৃষ্টিশীলতার ক্যানভাস বিস্তৃত মহাদেশ থেকে মহাদেশে। তবে তাঁর সমস্ত সারস্বত সাধনার গভীরে যে বিষয়টি অনুচ্ছল স্রোতের মতো প্রবাহিত; তা হলো 'মৃত্যু' এবং মানব জীবনের ভঙ্গুরতাকে দেখার এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি। মৃত্যুর প্রথাগত রহস্যময়তা বা শোকের আদিম ব্যাকরণকে ছাপিয়ে তিনি মৃত্যুকে চিনেছেন অস্তিত্বের স্বাভাবিক এবং অনিবার্য পরিণতি হিসেবে; আবার একই সাথে তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন জীবনের বহুমুখী সৃজনশীলতা দিয়ে।

সাধারণত বাংলা সাহিত্যের মৃত্যুকে ঘিরে এক ধরনের আবেগীয় আচ্ছন্নতা আধ্যাত্মিক পরা বাস্তবতার প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু কেতকির ক্ষেত্রে এই ভাবনা সম্পূর্ণ আলাদা। অক্সফোর্ডের যুক্তিবাদী জ্ঞান চর্চা এবং পাশ্চাত্য বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের সাথে তার বঙ্গীয় মানসিকতার যে যুগলবন্দী ঘটেছিল; তা মৃত্যুকে দেখার ক্ষেত্রেও তাঁকে এক নির্মোহ ও স্পষ্টবক্তা করে তোলে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শোকসন্তপ্ত হওয়াটাই মানুষের একমাত্র ব্যাকরণ নয়; বরং মৃত্যুকে বুঝে জীবনের প্রতি মমতায় গা ভাসানোই হলো তাঁর মৌলিক দর্শন।

কেতকির রচনায় মৃত্যুর ভাবনা শুধু কোনো কাল্পনিক বা দার্শনিক বিমূর্ত বিষয় নয়; তা অত্যন্ত সামাজিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমন্বয়। তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'ঝরাপাতার রোদ'-এ তিনি জীবন এবং ক্ষয়িষ্ণুতার যে চিত্র তুলে ধরেছেন; তা কোনো বিষাদগাথা নয়; বরং কাল প্রবাহের সত্যিকারে স্বীকারোক্তি। সেখানে মৃত্যু কেবল অস্তিত্বের অবসান নয়; তা হলো সময়ের সাথে সত্তার অভিযোজন। তিনি দেখিয়েছেন; মৃত্যু আসলে স্মৃতির একটি ভিন্ন রূপ— মানুষ তার সৃষ্টি; চিন্তাভাবনা এবং উত্তরসূরির অনুভূতির মধ্য দিয়েই মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমরত্ব লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনের অসুস্থতা; মৃত্যুভাবনা এবং চিত্রকলার বিবর্তন নিয়ে তাঁর কালজয়ী গবেষণা 'ইন ইউর ব্লোসমিঙ গ্রিন' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকেম্পোর খোঁজ'- এ মৃত্যুর এক ভিন্ন মাত্রা ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনায় মৃত্যুকে যেভাবে গভীর প্রশান্তি এবং মহাজাগতিক রূপান্তরের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে; কেতকী অত্যন্ত নিপুনভাবে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক রূপরেখা বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা ও মৃত্যুর বিশ্বজনীন রূপকে তিনি এমন এক পাশ্চাত্য প্রাচ্যের আলোয় উন্মোচিত করেছেন; যা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিরল। কবি কিভাবে শারীরিক যন্ত্রণা ও মৃত্যুর ছায়াকে পেছনে ফেলে ক্যানভাসজুড়ে রঙের উদ্ভাস ঘটিয়েছিলেন; কেতকী তা কেবল তথ্য দিয়ে নয়; বরং এক সুগভীর অনুভূতির আলোয় ব্যাখ্যা করেছেন।

কেতকী কুশারী ডাইসনের মৃত্যুভাবনার সবচেয়ে অজানা এবং ব্যতিক্রমী দিকটি প্রকাশ পায় তাঁর আত্মপরিচয় ও দ্বিতীয় বাসভূমির অভিঘাতে। প্রবাসের জীবন; দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করা— এই দ্বি-সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় মৃত্যুভাবনা রূপ নেয় স্বভূমির হারানোর বেদনায়। প্রবাসে থাকার ফলে নিজের পরিচিত জগৎ; শৈশব এবং শিকড় থেকে এক ধরনের দূরত্বের তৈরি হয়; যাকে বলা যায় এক ধরনের 'সাংস্কৃতিক মৃত্যু'। কেতুকী তাঁর প্রবন্ধে ও কবিতায় এই আত্মিক বিচ্ছিন্নতা বা আত্ম- বিচ্ছেদের বিমূর্ত মৃত্যুকে ফুটিয়ে তুলেছেন এক গভীর জীবনমুখী সুরের মাধ্যমে। তাঁর কাছে কোনো সাংস্কৃতিক পরিচয় যখন বিলুপ্ত হতে বসে; সেও এক ধরনের মৃত্যু। কিন্তু তিনি পরাজয় স্বীকার করেননি; দুটি ভিন্ন জগতকে এক সুতোয় বেঁধে জীবনকে জয়ী করেছেন।

তাঁর জীবনের শেষভাগে রোগ; শারীরিক অক্ষমতা ও মৃত্যুর পদধ্বনি যখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল; তখনও তাঁর ভাবনায় স্থান পেয়েছিল এক অদম্য জীবনতৃষ্ণা। মৃত্যুচিন্তা তাকে থেকে কোনোদিন হতাশাগ্রস্ত করেনি; বরং বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তকে নিবিড়ভাবে যাপন করার তাগিদ দিয়েছে। তাঁর মতে; মৃত্যু যদি একটি ছেদবিন্দু হয়; তবে জীবন হলো সেই মহাকাব্য যা ওই ছেদচিহ্নের আগেই নিজের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে চায়। তিনি বিশ্বাস করেন; মৃত্যুকে অস্বীকার করা যেমন মূর্খতা; তেমনই মৃত্যুর ভয়ে জীবন থেকে গুটিয়ে নেওয়াটাও এক ধরনের আত্মহত্যা।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে কেতুকী কুশারি ডাইসনের অবদান এখানেই অনন্য। তিনি মৃত্যুকে কোনো অলৌকিক আবরণে না ঢেকে; তার বাস্তব; দৈহিক এবং আত্মিক রূপকে নগ্নভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। অথচ সেই অনাবৃত সত্যের ভেতরেও খুঁজে পেয়েছেন সৌন্দর্যের সন্ধান। কবি; সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন মৃত্যু কোনো পরাজয় নয়; এটি জীবনেরই শেষ অধ্যায়। আর সেই অধ্যায়কে শান্ত; প্রজ্ঞাবান ও যুক্তিবাদী চোখে গ্রহণ করার মাধ্যমেই মানুষের চেতনার আসল উত্তরণ ঘটে। কেতকীর চিন্তাবিশ্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয়; জীবনে চরম সত্য মৃত্যুর সীমানার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় না; বরং মানুষের চিন্তার আলোকরেখা তাকে ছাপিয়ে অসীমে বিস্তৃত হতে পারে।

মেচেদা; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
৬২৯৫৫৩৩১০৭

ললিপপের কাঠির ওপরদিকে কেন ফুটো থাকে

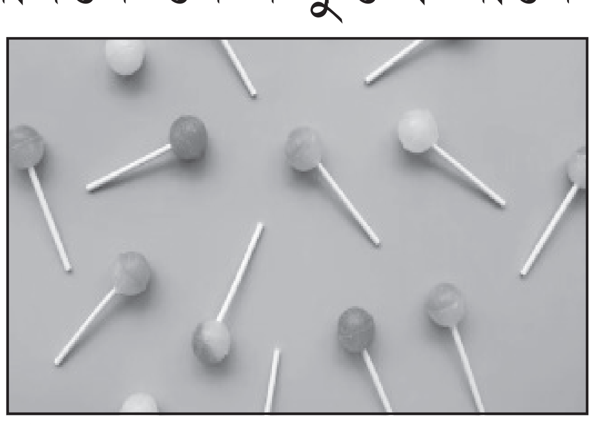

ছোটবেলায় ললিপপ খাওয়া শেষ হলেই ফাঁপা কাঠিটা নিয়ে ফুঁ দিতেন অনেকেই। ভাবখানা এমন, যেন ওই প্লাস্টিকের কাঠি থেকে এখনই চমৎকার কোনও বাঁশির সুর বেরোবে! কি, তাই তো? কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও কোনও লাভ হয়নি কেন জানেন? কারণ, ওই ছোট্ট ফুটোটি বাঁশি বাজানোর জন্য দেওয়াই হয়নি। কাঠির ঠিক মাথায় থাকা ফুটোটা দেখলে যে কারও মনে হতে পারে, ওটা বুঝি বাঁশি বাজানোর জন্যই তৈরি! ছোটবেলার সেই মজাদার ভুল ধারণা আজও অনেকের মনে একেবারে গেঁথে আছে। তবে এর পেছনের আসল কারণটি শুনলে আপনিও রীতিমতো অবাক হবেন। কারখানায় যখন ললিপপ তৈরি হয়, তখন এই কাঠির ওপর গরম আর তরল মিষ্টি রস ঢালা হয়। ঠিক সেই সময়েই ঘটে যায় আসল ম্যাজিক। ওই তরল গরম ক্যান্ডির কিছুটা অংশ সোজা ওই ছোট্ট ফুটোর ভেতরে ঢুকে যায়।

ফুটোর ভেতরে ঢুকে যাওয়া সেই তরল ক্যান্ডি ঠান্ডা হতেই একেবারে শক্ত হয়ে যায়। তখন ভেতরের ওই অংশটি একটা মজবুত হুক বা লকের মতো কাজ করে। এই লকের কারণেই ললিপপের গোল অংশটি কাঠির সঙ্গে একদম শক্তভাবে আটকে থাকে। একবার ভেবে দেখুন তো, যদি এই ফুটোটি না থাকত, তাহলে কী হত? প্লাস্টিকের কাঠি ভীষণ মসৃণ হওয়ায় ললিপপের গোলাটি খুব সহজেই পিছলে খুলে যেতে পারত। আর ক্যান্ডি খুলে সোজা গলায় আটকে গেলে বড়সড় কোনও বিপদ ঘটে যাওয়ার ভয় থাকত।

ছোটরা তো আর শান্ত হয়ে বসে ললিপপ খায় না, তারা ছুটোছুটি করতে করতেই ক্যান্ডি মুখে দেয়। সেই সময় গোলাকার ক্যান্ডিটি খুলে গলায় আটকে গেলে শ্বাসরোধ হওয়ার প্রবল ঝুঁকি থাকে। এই ধরনের মারাত্মক বিপদ এড়াতেই প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো কাঠিতে এই ছোট্ট ফুটোটি রাখে। শিশুদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই ললিপপের কাঠিতে এই ছোট্ট ফুটোটি রাখা হয়। এই সামান্য একটা ফুটোই বাচ্চাদের অনেক বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। বাঁশি বাজানোর জন্য এটি একেবারেই তৈরি করা হয় না, আর ঠিক সেই কারণেই হাজার ফুঁ দিলেও এতে কোনও আওয়াজ হয় না।

তাই যে জিনিসটিকে আপনি সারা জীবন খেলনা বাঁশি ভেবে এসেছেন, তা আসলে সবার প্রাণরক্ষাকারী। এবার থেকে যখনই ছোটদের ললিপপ খেতে দেখবেন, তখন এই মজাদার সত্যিটার কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়বে।

প্রেসার কুকারে কীভাবে মুড়ি বানাবেন

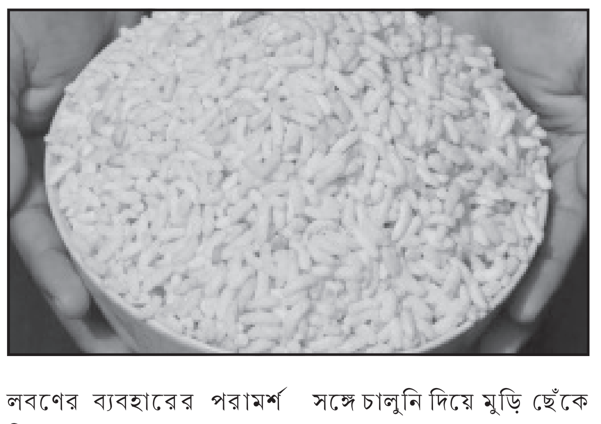

সকাল-সন্ধ্যার আড্ডায় বা হালকা খিদেয় বাঙালির চায়ের কাপের সেরা সঙ্গী এক মুঠো মুড়ি। সাধারণত দোকান থেকেই কেনা মুড়িতে অভ্যস্ত আমরা, কিন্তু আপনি কি জানেন কত সহজেই ঘরে বসে তৈরি করে নেওয়া যায় একেবারে ধবধবে সাদা ও মুচমুচে মুড়ি? সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল রাধিকা প্রজাপতির বাড়িতেই কড়কড়ে মুড়ি বানানোর এক ম্যাজিক টিপস। তাঁর দাবি, এই পদ্ধতিতে তৈরি মুড়ি কেবল বিশুদ্ধ ও পরিষ্কারই হবে না, নিজের পছন্দমতো মশলা মিশিয়ে একে আরও সুস্বাদুও করে তোলা যাবে।

রাধিকার মতে, সেরা মুড়ি বানানোর চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে সঠিক চাল নির্বাচনে। নতুন চালের চেয়ে পুরনো চালে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক কম থাকে। আর এই কম আর্দ্রতার কারণেই গরম লবণের তাপে চাল দেওয়া মাত্রই তা দ্রুত ফুলকো, হালকা ও খাস্তা হয়ে ওঠে।

প্রথমে এক কাপ পুরনো চালের সঙ্গে ১ চা চামচ লবণ এবং ১ থেকে ২ টেবিল চামচ জল ভালো করে মেখে নিন, যাতে প্রতিটি চালে লবণের মিশ্রণ সমানভাবে পৌঁছে যায়।

মাখানো চাল একটি বড় থালা বা প্লেটে ছড়িয়ে দিয়ে ফ্যানের বাতাসে কিংবা হালকা রোদে ১০-১৫ মিনিট শুকিয়ে নিন। চালের ওপরের অতিরিক্ত ভেজা ভাবটুকু দূর করা অত্যন্ত জরুরি, নয়তো ভাজার সময় মুড়ি ভালো ফুলবে না।

বাজারে বালি ব্যবহার করা হলেও বাড়িতে স্বাস্থ্যকর উপায়ে মুড়ি ভাজতে রাধিকা লবণের ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রেসার কুকার বা কড়াইতে বেশ খানিকটা খাবার লবণ নিয়ে তা উচ্চ তাপে খুব ভালো করে গরম করে নিন। লবণ প্রচণ্ড গরম হয়ে এলে তাতে অল্প অল্প করে ভেজা-শুকনো চাল দিয়ে নাড়তে থাকুন। চোখের নিমেষেই চাল মুক্তোর মতো ফুটে উঠে ধবধবে সাদা মুড়িতে পরিণত হবে। চাল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে চালুনি দিয়ে মুড়ি ছেঁকে গরম লবণ থেকে আলাদা করে নিন। এই বেঁচে যাওয়া লবণ ফেলে না দিয়ে পরবর্তীতে আবার মুড়ি বা অন্য কিছু ভাজার কাজে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। ভাজা মুড়ি সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার পর একটি এয়ার টাইট কৌটোয় ভরে রাখলে তা মাসের পর মাস একই রকম মুচমুচে থাকবে।

বেলেঘাটায় ফের কুণাল ঘোষের গাড়িতে হামলার অভিযোগ, রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি অভিষেকের

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কুণাল ঘোষের গাড়িতে ফের হামলার অভিযোগ উঠল। রবিবার তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র বেলেঘাটায় এই ঘটনা ঘটে। কুণাল ঘোষের অভিযোগ, কয়েকজন ব্যক্তি রিভলভার নিয়ে তাঁর বাড়ির সামনে থেকে গাড়িটিকে অনুসরণ করে এবং হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির কাচ ভাঙার চেষ্টা করে।

ঘটনার পর অভিযোগ জানাতে নারকেলডাঙা থানায় যান তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর দাবি, তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই ঘটনার পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে।

রবিবার সকালে বেলেঘাটায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তাঁর গাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীরা বাইকে করে তাঁর গাড়ি ঘিরে ফেলে পাথর ছোড়ে এবং হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির কাচ ভেঙে দেয় বলে দাবি করেন কুণাল।

র আগে শনিবারও হুগলির শ্রীরামপুরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাওয়ার পথে উত্তরপাড়ায় তাঁর গাড়ি থামিয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। কুণালের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করা থেকে তাঁকে আটকাতেই ওই হামলা করা হয়েছিল।

রবিবারের ঘটনার পর কুণাল ঘোষ বলেন, তাঁর উপর ফের হামলা হয়েছে। তাঁর গাড়ি বাইক বাহিনী ঘিরে ধরে ভাঙচুর করেছে। তাঁকে যে কোনও দিন হত্যা করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। কুণাল সরাসরি বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যাবে না।

তবে কুণালের অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, কোনও বিধায়কের উপর এভাবে হামলা হওয়া উচিত নয়। তাঁর প্রশ্ন, বিজেপি কেন এমন করবে? তাঁর দাবি, এই ধরনের ঘটনা তৃণমূলের লোকজনই ঘটাচ্ছে।

এদিকে ঘটনার নিন্দা করে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপাল আর এন রবির হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। এক্স-এ পোস্ট করে তিনি বলেন, ১৮ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির উপর এটি দ্বিতীয় হামলার ঘটনা। হামলাকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি রাজনৈতিক হিংসা ও ভয় দেখানোর এই প্রবণতা বন্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপাল আর এন রবিকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানান।

নতুন এফটিএ চালু হলে উত্তরপ্রদেশের রফতানি ২০৩০-এ দ্বিগুণেরও বেশি হবে: পীযূষ গোয়েল

গ্রেটার নয়ডা, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা এফটিএ-র মাধ্যমে ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার আরও উন্মুক্ত হলে ২০৩০ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের বার্ষিক রফতানি ২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

রবিবার গ্রেটার নয়ডায় ইউপি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড শো-তে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোয়েল বলেন, রফতানি বৃদ্ধি, বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার উত্তরপ্রদেশকে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

এফটিএ, বিনিয়োগ, পর্যটন এবং উত্তরপ্রদেশের পণ্য ও ব্র্যান্ডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে রাজ্যের উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে জানান তিনি। এই উন্নয়ন যাত্রায় রাজ্যের বাণিজ্যিক ও শিল্প মহলের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

গোয়েল বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারতে নতুন বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুকূল শিল্পনীতি ও সক্রিয় শিল্প প্রকল্পের কারণে উত্তরপ্রদেশ বিনিয়োগের অন্যতম পছন্দের গন্তব্য হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা রাজ্যে আসছেন, যার ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে।

আধুনিক প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং উত্তরপ্রদেশের তরুণদের পরিবর্তনশীল কারিগরি দক্ষতার ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

আন্তর্জাতিক স্তরের এই বাণিজ্য মেলার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন পণ্য, খাবার ও পরিষেবা সরাসরি বিশ্ববাজারে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে জানান গোয়েল।

ইউপি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড শো-তে ছয়টি সহযোগী দেশ, শতাধিক প্রতিনিধি ও প্রদর্শক এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের বৈঠকের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণের ফলে রাজ্যের ব্যবসায়ীরা নতুন বাজার ও বাণিজ্যিক সুযোগ পাচ্ছেন।

উত্তরপ্রদেশে এক্সপ্রেসওয়ে, আধুনিক বিমানবন্দর এবং শিল্প পার্কের পরিকাঠামো গড়ে ওঠার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। প্রতিরক্ষা, সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্সসহ আধুনিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রাজ্যের উপস্থিতি বাড়ছে বলেও জানান। গ্রেটার নয়ডায় বৃহৎ রোবোটিক্স উৎপাদন কারখানার সম্প্রসারণকে আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তিগত বিকাশের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।

গোয়েল বলেন, উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে বিশ্ববাজারে রফতানি বাড়ানো, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, পর্যটন সম্প্রসারণ এবং রাজ্যের ব্র্যান্ডগুলির বিশ্বব্যাপী পরিচিতি তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ের পাশাপাশি নাগরিক, যুবসমাজ এবং বাণিজ্য ও শিল্প মহলের অংশগ্রহণও এই লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান তিনি।

নেপাল-ভারত-চিনের মধ্যে অবস্থানকে অর্থনৈতিক শক্তিতে বদলাতে চায় কাঠমান্ডু

নিউইয়র্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও চিনের মধ্যবর্তী ভৌগোলিক অবস্থানকে অর্থনৈতিক সুবিধায় পরিণত করতে চায় নেপাল। নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল বলেছেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা এবং চিনের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত করা একই কৌশলের অংশ।

নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খানাল বলেন, ক্রমবর্ধমান 'এশীয় শতাব্দী'-তে নেপালের সামনে এখন আর প্রশ্নটি শুধু দুই বৃহৎ প্রতিবেশীর মাঝখানে কীভাবে টিকে থাকা নয়। বরং ভারত ও চিনের মধ্যে এবং তাদের বাইরেও কীভাবে অর্থনৈতিক মূল্য তৈরি করা যায়, সেটিই নেপালের লক্ষ্য।

তিনি বলেন, "আমরা আমাদের উত্তর ও দক্ষিণের করিডরকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী দিক হিসেবে দেখি না। আমরা দেখি, নেপাল বিশ্বের দুটি বৃহত্তম বাজারের সঙ্গে স্থলপথে যুক্ত, যেখানে প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ বসবাস করেন।"

এই কৌশলে ভারতের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে খানাল জানান, পাঁচটি ভারতীয় রাজ্যের সঙ্গে নেপালের ১,৭০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েছে। নেপালে উৎপাদিত পণ্যকে ভারতীয় বাজারের সঙ্গে আরও ভালোভাবে যুক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে জলবিদ্যুৎকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম উৎস হিসেবে দেখছে নেপাল। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে ভারত এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশে পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ রপ্তানির লক্ষ্যও রয়েছে।

অনুষ্ঠানের পর আলোচনায় ভারতের সঙ্গে নতুন নেপালি সরকারের সম্পর্ককে খানাল "অসাধারণ" বলে বর্ণনা করেন। তিনি জানান, নিউইয়র্কে ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের সফর ও মতবিনিময়ও হয়েছে।

খানাল বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক শুধু সরকারি পর্যায়ের যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নেপালের মোট বাণিজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভারতের সঙ্গে। বন্দর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নেপাল ভারতের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে।

ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সংক্রান্ত মতপার্থক্য এবং একইসঙ্গে নয়াদিল্লি ও বেজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে খানাল বলেন, তাঁর সরকার বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতার ওপর জোর দিচ্ছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, তবে যেখানে অগ্রগতি সম্ভব, সেখানে সহযোগিতার ক্ষেত্র খুঁজছে নেপাল। এ ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে বিদ্যুৎ বাণিজ্যে ইতিবাচক গতি এসেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

চিনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে খানাল জানান, হিমালয় পেরিয়ে সড়ক যোগাযোগ আরও উন্নত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে রেল যোগাযোগ গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে। ভারতের পর চিনকে নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, চিনা বিনিয়োগকারীরা নেপালের অন্যতম বৃহৎ বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী।

২০১৭ সালে চিনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' নিয়ে নেপাল একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছিল এবং ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি হয়। তবে এখনও সেই চুক্তির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়নি বলে জানান খানাল। হিমবাহ পর্যবেক্ষণ, দুর্যোগের আগাম সতর্কতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষেত্রেও চিনের সহযোগিতা চাইছে নেপাল। খানাল এই নীতিকে 'উন্নয়ন স্বায়ত্তশাসন' হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, আগামী ১০ বছরের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে উন্নত ও উচ্চ-আয়ের দেশে পরিণত হওয়াই নেপালের লক্ষ্য। বিদেশি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বাড়ানোই এর উদ্দেশ্যে।

এই অর্থনৈতিক কৌশলে আমেরিকাকেও অংশীদার হিসেবে দেখছে নেপাল। খানাল বলেন, নেপাল আরও বেশি মার্কিন বিনিয়োগ চায় এবং দুই দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে বর্তমান যোগাযোগও যথেষ্ট সক্রিয়। তবে নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান ও সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে তাঁর সরকার নিরাপত্তা জোট বা নিরাপত্তা সহযোগিতার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে না। যদিও অতীতে দুই দেশ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করেছে।

নেপালের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়টিকেও যুক্ত করেন খানাল। তিনি বলেন, দুর্নীতি ও দুর্বল সরকারি পরিষেবার বিরুদ্ধে তরুণ নেপালিদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। একইসঙ্গে বিনিয়োগ আকর্ষণের পাশাপাশি রাষ্ট্রের কার্যপ্রণালী আরও কার্যকর করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

সন্ত্রাস ছড়ানো অব্যাহত থাকলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে হামলার জন্য প্রস্তুত ভারত: রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রতিবেশী কোনও দেশ সন্ত্রাসবাদে মদত ও তা ছড়িয়ে দেওয়া অব্যাহত রাখলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে ভারত প্রস্তুত বলে জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার এনডিটিভি ডিফেন্স সামিট ২০২৬-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতের শান্তির আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখা উচিত নয়।

কোনও দেশের ভূখণ্ড দখল বা যুদ্ধের জন্য ভারত আগ্রহী নয় বলে উল্লেখ করে রাজনাথ বলেন, ভারত শান্তিতে বিশ্বাস করে এবং যুদ্ধ চায় না। কিন্তু নীরবতা এবং দুর্বলতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

পাকিস্তানের নাম সরাসরি না করে তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশ যতদিন সন্ত্রাসবাদ ছড়াবে, ততদিন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের হামলা চালানোর জন্য ভারত প্রস্তুত থাকবে। দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না বলেও জানান তিনি।

ভারতের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, পাকিস্তান বা পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গিরা অতীতে ভারতে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে পর্যটকদের উপর হামলায় ২৬ জন নিহত হন, যাঁদের মধ্যে একজন নেপালের নাগরিক ছিলেন।

রাজনাথ বলেন, ভারত আলোচনায় বিশ্বাসী। কিন্তু কোনও দেশ সন্ত্রাসবাদে মদত দিলে সেই পরিস্থিতিতে আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে। ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা চাইলেও জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে তা করা হবে না বলে জানান তিনি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের প্রতিরক্ষা কৌশল ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত এবং দেশের শক্তি সম্পদের উৎসও বহুমুখী করা হয়েছে। শান্তি বজায় রাখতে হলে যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশি সরবরাহকারীদের উপর নির্ভরতা কমানোর গুরুত্বও তুলে ধরেন রাজনাথ। তিনি বলেন, ভারত আত্মনির্ভর এবং ভবিষ্যতমুখী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে। প্রতিরক্ষা সরবরাহ শৃঙ্খলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিজের দেশে তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারাই কৌশলগত স্বনির্ভরতা অর্জনের চাবিকাঠি।

তিনি বলেন, "চিপস থেকে জাহাজ, স্ক্রু থেকে সম্পূর্ণ অস্ত্র ব্যবস্থাসবকিছু দেশীয়ভাবে তৈরি করার সক্ষমতাই ভারতকে কৌশলগত স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাবে।"

রেলের ডিজেল ব্যবহার কমে ১০৮ কোটি লিটার, বিদ্যুতায়ন প্রায় ১০০ শতাংশ: অমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতীয় রেলে ডিজেলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং দ্রুতগতিতে বেড়েছে রেলপথের বিদ্যুতায়ন। রবিবার সাবরমতীতে একটি রেলওয়ে অনুষ্ঠানে এই পরিবর্তনের কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অমিত শাহ বলেন, ২০১৫-১৬ সালে রেল পরিচালনায় ২৯৩ কোটি লিটার ডিজেল ব্যবহার হলেও ২০২৪-২৫ সালে তা কমে হয়েছে ১০৮ কোটি লিটার। ভবিষ্যতে রেলের ট্র্যাকশন ব্যবস্থায় ডিজেলের ব্যবহার সম্পূর্ণ শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে বলেও জানান তিনি।

রেল মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে রেলের ট্র্যাকশনে ডিজেল খরচ ১৮৫ কোটি লিটার কমেছে। মন্ত্রকের মতে, এর প্রধান কারণ বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের দ্রুত সম্প্রসারণ।

রেলপথের বিদ্যুতায়নের গতিও তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানান, ২০১০-১১ সালে বছরে মাত্র প্রায় ৭৫ কিলোমিটার রেলপথ বিদ্যুতায়িত হলেও ২০২৩-২৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭,১৮৮ কিলোমিটার। ভারত রেলপথের প্রায় সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়নের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

রেল মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, সুইজারল্যান্ডে রেলপথের বিদ্যুতায়ন ১০০ শতাংশ, ভারতে ৯৯.৬ শতাংশ, চিনে ৮২ শতাংশ, স্পেনে ৬৭ শতাংশ, ফ্রান্সে ৬০ শতাংশ এবং ব্রিটেনে ৩৯ শতাংশ।

অমিত শাহ আরও জানান, রেলের নিরাপত্তা খাতে বাজেট ৬৭ শতাংশ এবং লোকোমোটিভ উৎপাদন ক্ষমতা ৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ো-টয়লেট এবং এলএইচবি কোচ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের সময়ে রেলের ৯৭ শতাংশ বায়ো-টয়লেট এবং ৮৭ শতাংশ এলএইচবি কোচ উৎপাদন সম্পন্ন হয়েছে।

গুজরাটে রেল খাতে বিনিয়োগের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০০৯-১৪ সালে গুজরাট বছরে গড়ে ৫৮৯ কোটি টাকা রেল বরাদ্দ পেলেও ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যটির জন্য রেল বরাদ্দ করা হয়েছে ১৭,৩৬৬ কোটি টাকা।

অমিত শাহ এই পরিবর্তনের জন্য মোদি সরকারের বিদ্যুতায়ন, দেশীয় উৎপাদন এবং রেল পরিকাঠামোর সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দেওয়াকে দায়ী করেন। তাঁর বক্তব্য, পরিসংখ্যানগুলি রেল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণের পরিধিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

পশ্চিম জেলা যোগা প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি, প্রান্তিক ক্লাবে অনুষ্ঠিত সদর-এ বিভাগীয় আসর

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: সদর-এ যোগা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং ধলেশ্বরস্থিত প্রান্তিক ক্লাবের সহযোগিতায় রবিবার প্রান্তিক ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় সদর-এ বিভাগীয় যোগা প্রতিযোগিতা। আগামী ১১ অক্টোবর রানিরবাজারের গীতবিতান হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখেই এদিন সদর-এ বিভাগের এই আসরের আয়োজন করা হয়।

পশ্চিম জেলা ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতায় সদর-এ, সদর-বি, জিরানিয়া এবং মোহনপুর মহকুমার প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করবেন। সেই আসরে সদর-এ বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যোগ্য প্রতিযোগীদের বাছাই করাই ছিল রবিবারের প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাচিত যোগীদের নিয়ে গঠন করা হবে সদর-এ বিভাগের দল।

সবরমতী থেকে ভারতের প্রথম এলএনজি-চালিত ট্রেনের যাত্রা শুরু, উদ্বোধন শাহের

আমেদাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ হিসেবে দেশের প্রথম এলএনজি-চালিত ট্রেনের যাত্রা শুরু হল। রবিবার সবরমতী থেকে ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ এবং গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল।

প্রচলিত ডিজেল জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানো এবং রেল পরিষেবায় বিকল্প শক্তির ব্যবহার বাড়ানোই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

ট্রেনটিতে ডিজেল ও এলএনজিদুই ধরনের জ্বালানি ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে। সবরমতী ইন্টিগ্রেটেড কোচিং ডিপোর দুটি ১,৪০০ হর্সপাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাইভিং পাওয়ার কারকে এই দ্বৈত জ্বালানি ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হয়েছে। প্রযুক্তিটির কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে এই দুটি পাওয়ার কার দিয়ে ২,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি পরীক্ষামূলক যাত্রা সম্পন্ন হয়েছে।

এই ব্যবস্থায় ডিজেলের পরিবর্তে প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত এলএনজি ব্যবহার করা সম্ভব। রেলের পরীক্ষামূলক তথ্য অনুযায়ী, এর ফলে জ্বালানি খরচ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও কণাদূষণসহ বিভিন্ন নির্গমন কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

রেলের আগের হিসাব অনুযায়ী, একটি ড্রাইভিং পাওয়ার কারে বছরে প্রায় ১১.৯ লক্ষ টাকা এবং আটটি কোচের একটি রেকে প্রায় ২৩.৯ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হতে পারে। দ্বৈত জ্বালানি ব্যবস্থায় জ্বালানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী এলএনজি ও ডিজেলের মধ্যে পরিবর্তন করা যায়। এতে প্রচলিত ডিজেল ইঞ্জিনের শক্তি ও কার্যক্ষমতা বজায় রেখে ডিজেলের একটি অংশের পরিবর্তে এলএনজি ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

প্রতিটি রূপান্তরিত পাওয়ার কারে প্রায় ২,২০০ লিটার ধারণক্ষমতার এলএনজি ট্যাঙ্ক রয়েছে। এতে প্রায় ৮৫০ থেকে ৯০০ কেজি ব্যবহারযোগ্য এলএনজি রাখা যায়। সম্পূর্ণ এলএনজি ভরলে প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ট্রেন চলতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

অমিত শাহের আমেদাবাদ সফরের সময় একাধিক রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও সূচনার অংশ হিসেবেই এলএনজি ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়। এই প্রকল্পগুলির মোট মূল্য ১, ৫৪২ কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে রেল নিরাপত্তা, সিগন্যালিং, লাইন সক্ষমতা এবং পণ্য পরিবহণ পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প রয়েছে।

এর আগে সবরমতীতে ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়াগ-১২ লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণ শেড উদ্বোধন করেন শাহ এবং একটি ওয়াগ-১২ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভেরও যাত্রা শুরু করেন।

আমেদাবাদ-পালনপুর এবং আমেদাবাদ-সামাখিয়ালি রেলপথে দেশীয় 'কবচ' ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, দুটি রেলপথে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং এবং সবরমতী-সারখেজ রেলপথের ডাবলিং কাজ শুরুর কর্মসূচিও এই প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রেলের বক্তব্য অনুযায়ী, এলএনজি-চালিত ট্রেনের সূচনা বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও একটি পদক্ষেপ। প্রযুক্তিটির মাধ্যমে ট্রেনের কার্যক্ষমতা বজায় রেখে জ্বালানি খরচ ও পরিচালন ব্যয় কমানোর সম্ভাবনা যাচাই করা হচ্ছে।

কাঞ্চনবাড়িতে মেগা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির, উদ্বোধনে মন্ত্রী সুধাংশু দাস

কাঞ্চনবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর: মানবসেবা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা নিয়ে ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাঞ্চনবাড়ি স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো মেগা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির। ইন্ডিয়ান এক্স-সার্ভিসেস লিগ, কৈলাশহর এবং ত্রিপুরা সরকারের সৈনিক কল্যাণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এবং কাঞ্চনবাড়ি ইন্ডিয়া ক্লাবের সহযোগিতায় রবিবার এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ইন্ডিয়ান এক্স-সার্ভিসেস লিগের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর সিনহা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মন্ত্রী সুধাংশু দাস ও অন্যান্য অতিথিরা অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ৪৩ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার প্রায় ১৪৫ জন মানুষ বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছ থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করেন। এছাড়াও, অসম রাইফেলসের রাধানগরস্থিত ২৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রক্তদান শুধুমাত্র দান নয়, বরং একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর মহান অঙ্গীকার। দুর্ঘটনা, অস্ত্রোপচার, প্রসূতি চিকিৎসা এবং বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সময়মতো রক্তের প্রয়োজন হয়। সেই সংকটের মুহূর্তে একজন রক্তদাতার দান করা রক্ত মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মন্ত্রী আরও বলেন, রক্তদানকে শুধুমাত্র একটি সামাজিক কর্মসূচি হিসেবে দেখলে চলবে না। একে মানবিক দায়িত্ব ও সামাজিক কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মানবসেবা। এই ধরনের উদ্যোগ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।

বিশেষ করে যুবসমাজকে এ ধরনের সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তিদের ভয় ও দ্বিধা কাটিয়ে নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানে অংশগ্রহণের আবেদন জানান মন্ত্রী।

স্বাস্থ্য শিবিরের গুরুত্ব প্রসঙ্গে সুধাংশু দাস বলেন, অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। সময়মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে আগাম সতর্ক হওয়া সম্ভব।

রক্তদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের মাধ্যমে কাঞ্চনবাড়িতে আয়োজিত এই শিবির সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি মানবসেবার এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে উঠে আসে।

নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে বিতর্কের জন্য ইন্ডিয়া জোটের জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত: হিমন্ত

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে গুজব ও বিতর্ক ছড়ানোর মাধ্যমে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করার অভিযোগ তুলে ইন্ডিয়া জোটের জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

নির্বাচন সদনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশীর বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে হিমন্ত বলেন, এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে নেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে।

তিনি দাবি করেন, কমিশনের এই ব্যাখ্যা আসার আগে রাহুল গান্ধী, কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মহল এবং বামপন্থী উগ্রপন্থী গোষ্ঠী কমিশনের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য রয়েছে বলে দেশজুড়ে বিতর্ক তৈরি করেছিল। এসআইআর প্রত্যাহার এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিও তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি।

হিমন্ত বলেন, তিনজন নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে দু''জন কোনও সিদ্ধান্তে একমত হলে তা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত হতে পারে। তবে এসআইআর ও ফর্ম ৬ নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর কাছে নির্বাচন কমিশনের ব্যাখ্যার পর ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশন এবং দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে হিমন্ত বলেন, এসআইআর না থাকলেও তিনি আগেরবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছিলেন বলে দাবি করেন। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হয়েছে এবং তাঁর দলের বিধায়ক ও সাংসদরা দল ছেড়ে যাচ্ছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

তবে এই বক্তব্যগুলি তিনি রাজনৈতিক দাবি হিসেবেই করেন। ইন্ডিয়া জোটকে 'পরাজিতদের জোট' বলে আক্রমণ করে হিমন্ত বলেন, নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য বিরোধীরা নির্বাচন কমিশন এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করছে।

উল্লেখ্য, শনিবার নির্বাচন কমিশন অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের খবর নিয়ে স্পষ্টীকরণ দেয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশী নয়াদিল্লির নির্বাচন সদনে পূর্ণাঙ্গ কমিশনের বৈঠকে অংশ নেন।

নেশামুক্ত যুব' অভিযানে তরুণদের অংশগ্রহণের প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মাদকবিরোধী লড়াইয়ে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৮তম পর্বে তিনি 'নেশামুক্ত যুব অভিযান'-এ আরও বেশি মানুষকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি, আশপাশে কেউ মাদকের দিকে এগিয়ে গেলে তাকে সতর্ক করা এবং কেউ মাদক ছাড়তে চাইলে তাকে সহযোগিতা করার আবেদন জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের তরুণরা সম্প্রতি মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ শপথ নিয়েছে। তাঁরা শুধু নিজেরা মাদক থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার করেননি, অন্যদের মধ্যেও এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।তিনি জানান, 'নেশামুক্ত যুব অভিযান' ১০০ সপ্তাহ ধরে চলবে। 'মাই ভারত'-এর স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি জাতীয় সেবা প্রকল্প বা এনএসএসের সঙ্গে যুক্ত তরুণ, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংগঠনও এই অভিযানে অংশ নিচ্ছে। গত কয়েকদিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ও সচেতনতা কর্মসূচি হয়েছে বলেও জানান তিনি। তরুণরা নিজেদের ভাষা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে মাদক ছাড়ার বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেএই বিষয়টিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছে বলে জানান মোদি।

ক্ষেতমজুর ইউনিয়নসহ বামপন্থী গণসংগঠনের উদ্যোগে নিখিল ঘোষের স্মরণ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

কাঁঠালিয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর: প্রয়াত বামপন্থী গণসংগঠনের কর্মী তথা ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতা নিখিল ঘোষের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল দুর্লভ নারায়ণে। ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব এবং অন্যান্য বামপন্থী গণসংগঠনের নেতা-কর্মীদের উদ্যোগে রবিবার এই স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ৬৬ বছর বয়সে অসুস্থতাজনিত কারণে প্রয়াত হন নিখিল ঘোষ। তিনি ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের বিভাগীয় কমিটির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পাশাপাশি সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত দুর্লভ নারায়ণ অঞ্চলে সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। দুর্লভ নারায়ণ এলাকাতেই তাঁর বাড়ি।

রবিবার দুর্লভ নারায়ণ সিপিআইএম অঞ্চল কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত স্মরণসভায় আবেগঘন পরিবেশে প্রয়াত নিখিল ঘোষের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

স্মরণসভা উপলক্ষে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিমণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করেন রাজ্জাক মিয়া ও পরিতোষ দাস। আলোচনা সভায় নিখিল ঘোষের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি রাধাবল্লভ দেবনাথ এবং সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তপন দাস।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাণীসিং দেববর্মা, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক দীনেশ দার। উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত নিখিল ঘোষের ছেলে শুভম ঘোষও।

বক্তারা নিখিল ঘোষের দীর্ঘ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও গণসংগঠনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার বিষয়গুলি স্মরণ করেন। তাঁর প্রয়াণে সংগঠন ও সহকর্মীদের মধ্যে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও স্মরণসভায় আলোচনা হয়।

লোকভবনে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নান্নু আজ সকালে আগরতলার লোকভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "মন কি বাত"-এর ১৩৮তম পর্ব শোনেন। লোকভবনে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মচারী, তাঁদের পরিবারের সদস্য, নিরাপত্তারক্ষী এবং সিআরপিএফের জওয়ানদের সঙ্গে রাজ্যপাল মনোযোগ সহকারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আধিকারিক, কর্মচারী, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং নিরাপত্তারক্ষীরা একসঙ্গে "মন কি বাত"-এর সঙ্গে যুক্ত দেশব্যাপী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। পাশাপাশি, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের অনুপ্রেরণাদায়ক অবদান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনা ও তা উপলব্ধি করারও সুযোগ তৈরি হয়।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নারু বলেন, "মন কি বাত"-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, সাফল্য এবং বিভিন্ন উদ্যোগের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠান জনস্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও তুলে ধরে এবং নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক থাকার পাশাপাশি দেশ গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে।

রাজ্যপাল বলেন, "মন কি বাত"-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে নাগরিকদের, বিশেষ করে যুবসমাজকে, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। "নেশামুক্ত ভারত" সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বার্তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, দেশকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় নাগরিকদের এগিয়ে আসতে এবং অবদান রাখতে প্রধানমন্ত্রী বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মানুষের প্রতি মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়ার এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

রাজ্যপাল "মন কি বাত"-এর মাধ্যমে "এক জেলা, এক পণ্য" (ওডিওপি) উদ্যোগকে আরও প্রসারের ওপর প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বারোপের কথাও তুলে ধরেন। তিনি ত্রিপুরার মানুষকে রাজ্যের অন্যান্য পণ্যগুলিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সেগুলির পরিচিতি বাড়ানোর জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল ত্রিপুরার সমৃদ্ধ বাঁশ সম্পদ ও ঐতিহ্যবাহী বাঁশজাত পণ্য, পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এবং দেশীয় খাদ্যপণ্যগুলির প্রচার ও প্রসারের জন্য রাজ্যের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সচিব ইউ. কে. চাকমাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে 'অঙ্গন মিলন সেবা', উপস্থিত বিপ্লব কুমার দেব

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উদযাপনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে 'অঙ্গন মিলন সেবা' কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। সাংসদ তহবিলের উদ্যোগে প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে এই সেবামূলক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে 'অঙ্গন মিলন সেবা' কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন করা হয়। শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশাপাশি তাদের মধ্যে আনন্দ ভাগ করে নেন উপস্থিত অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন এবং তাঁর সরকারের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত 'সেবা সংকল্প' কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন সেবামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই কর্মসূচিরই অংশ হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে 'অঙ্গন মিলন সেবা'র আয়োজন করা হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিশুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে জনসেবার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই কর্মসূচির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সেবামূলক উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়।

রাজযোগিনী ব্রহ্মাকুমারী কবিতা দিদিজির তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে রক্তদান শিবির, এগিয়ে এলেন বহু স্বেচ্ছাদাতা

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: রাজযোগিনী ব্রহ্মাকুমারী কবিতা দিদিজির তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার আগরতলার রামনগর ৫ নম্বর রাস্তার ব্রহ্মাকুমারীজ রামনগর কেন্দ্রে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মানবসেবা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজিত এই শিবিরে বহু মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

শিবিরের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, রামনগর কেন্দ্রের ইনচার্জ ব্রহ্মাকুমারী মমতা-সহ ব্রহ্মাকুমারী পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, রক্তদান একটি মহৎ মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি। একজনের দান করা রক্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় অন্য একজনের জীবন বাঁচাতে পারে। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষের উচিত স্বেচ্ছায় রক্তদানের মতো মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে আসা।

তিনি আরও বলেন, ব্রহ্মাকুমারী সংগঠন আধ্যাত্মিক চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে ব্যতিক্রমী শিক্ষক দিবস বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলে

চড়িলাম, ২৭ সেপ্টেম্বর: পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ব্যতিক্রমী ভাবনা ও ঐতিহ্যবাহী বাঙালিয়ানার আবহে বিশেষ শিক্ষক দিবস পালন করল বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুল। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিদ্যালয়ের উদ্যোগে দিনটি ঘিরে আয়োজন করা হয় দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান। তবে এবারের আয়োজনের বিশেষ তাৎপর্য ছিল বিদ্যাসাগরের জন্মদিনকে 'বিশেষ শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালন করা। দেশজুড়ে বিদ্যাসাগরের জন্মদিনকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালনের দাবি বিভিন্ন মহলে দীর্ঘদিনের। সেই ভাবনাকেই বিদ্যালয়ের নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ করে নিয়েছে বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুল। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা, মানবিকতা, সমাজসংস্কার এবং নারীশিক্ষার প্রসারে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছর ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। শনিবার সকাল ১০টায় বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর শুরু হয় দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বিভিন্ন পর্বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে নজর কাড়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পোশাক। শিক্ষকদের পরনে ছিল ঐতিহ্যবাহী ধুতি-পাঞ্জাবি এবং শিক্ষিকারা পরেছিলেন বাঙালিয়ানার ছোঁয়া থাকা শাড়ি। অনুষ্ঠানের আবহে এই পোশাক বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা বহন করে। অনুষ্ঠানে বিশালগড় এলাকার প্রায় ৪০ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও আগরতলা ও উদয়পুরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদিন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে সারা বছরের কর্মকাণ্ড ও পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, সৃজনশীলতা ও উল্লেখযোগ্য অবদানের ভিত্তিতে বর্ষসেরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুরস্কৃত করা হয়।

বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরও জীবন্ত করে তুলতেও ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে স্ট্যাচু ও দৃশ্যরূপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় বিদ্যাসাগরের পড়াশোনার প্রচলিত ঐতিহাসিক বর্ণনাসহ বিভিন্ন বিষয়কে দৃশ্যায়িত করা হয়। এর ফলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ যেন বিদ্যাসাগরের জীবন ও আদর্শের এক জীবন্ত প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। প্রতি বছর বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রাজ্যের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে প্রদান করা হয় 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান'। এ বছর এই সম্মানে ভূষিত হন উদয়পুরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পার্থসারথী দাস। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ অবদান এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আগরতলা থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. দেবব্রত দেব রায়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ননী গোপাল দেবনাথ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে বিদ্যাসাগরের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের এই আয়োজন শুধুমাত্র একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ও আদর্শকে স্মরণ, শিক্ষক সমাজকে সম্মান, বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে মহান এই মনীষীর জীবনাদর্শ পৌঁছে দেওয়ার এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস হিসেবে এদিনের অনুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

পণ্ডিত দিনদয়াল উপাধ্যায়ের

● আটের পাতার পর সেই মহৎ কাজ থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখেননি; বরং সমান উৎসাহে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরই বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ দিনে তিনি এই কর্মসূচি উদযাপন করে থাকেন। গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজধানীর দুটি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করেন তিনি। ঠিক তার পরদিনই দিল্লির টিকেন্দ্রজিৎ মার্গস্থিত ত্রিপুরা ভবনেও আয়োজন করা হয়েছিল বৃক্ষরোপণ উৎসবের। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রী মোদীর বিগত ২৫ বছরের জনপ্রতিনিধিত্ব ও সুশাসনকে স্মরণীয় করে রাখতে ২১ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের ত্রিপুরা ভবন প্রাঙ্গণেও ফলের চারা রোপণ করেন তিনি।

বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পরিবেশ সচেতনতা কতটা জরুরী সে প্রসঙ্গে বৃক্ষরোপণ শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মনোজ বাবু বলেন, 'বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, যার মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার একটাই পথ ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ।' তিনি কলকাতা ও ত্রিপুরা উভয় রাজ্যের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রতিটি মানুষের উচিত অন্তত একটি করে গাছ লাগানো এবং তার যত্ন নেওয়া। তাঁর এই প্রয়াস যাতে সাধারণ মানুষকে সবুজায়নে অনুপ্রাণিত করে, সেই আশাই ব্যক্ত করেছেন তিনি। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত ত্রিপুরা ভবনের সকল কর্মীদের মধ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন সংস্থার কার্যকরী সদস্য হিরন্ময় রায়।

ব্যাংক ইউনিয়নের তিনদিনের

● আটের পাতার পর সংগঠনগুলির উত্থাপিত দাবিগুলির মধ্যে পাঁচ দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করা অন্যতম প্রধান দাবি। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সরকারের আলোচনা হলেও এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান হয়নি বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আগামী ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর তিন দিনের ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিপিআই। দলের পক্ষ থেকে ব্যাংক কর্মী ও আধিকারিকদের উত্থাপিত দাবিগুলিকে ন্যায্য বলে উল্লেখ করে দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কার্যকর আলোচনার দাবি জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মচারী ও আধিকারিকদের বিভিন্ন সমস্যা এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছে সিপিআইয়ের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী।

ভিলেজ কমিটির নির্বাচনী প্রচারের

● আটের পাতার পর সন্ধ্যায় আক্রান্তদের পক্ষ থেকে জোলাইবাড়ি পুলিশ আউটপোস্টে মামলা দায়ের করা হয়।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে এই হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এখন দেখার, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুলিশ।

কল্যাণপুর- প্রমোদনগরের ৬ নম্বর বুথে

● আটের পাতার পর অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৬ নম্বর বুথের সভাপতি হরিধন দেবনাথ-সহ বুথের অন্যান্য কার্যকর্তারা।

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের এই উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এলাকায় কর্মসূচিটি সম্পন্ন হয়।

সেজে উঠেছে প্রকৃতি

● আটের পাতার পর প্রকৃতির এই শুভ্র সাজ যেন দেবী দুর্গাকে বরণ করে নেওয়ার আগে পৃথিবীর নিজস্ব প্রস্তুতি। কাশফুলের দোলায় মিশে থাকে শৈশবের স্মৃতি, শিউলির সুবাসে ফিরে আসে পুজোর ভোরের মায়াময় অনুভূতি। আর ঢাকের কাল্পনিক শব্দে মন অপেক্ষা করতে শুরু করে সেই কাঙ্ক্ষিত দিনগুলির জন্য, যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে উৎসবের আনন্দ।

শরতের এই সৌন্দর্য তাই নিছক ঋতু পরিবর্তনের ছবি নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির সংস্কৃতি, পারিবারিক বন্ধন, আবেগ এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহমান ঐতিহ্য। শহর থেকে গ্রাম, ব্যস্ত জনজীবন থেকে নির্জন প্রান্তরসব জায়গাতেই শরতের আগমন যেন এক নতুন আশার সঞ্চার করে।

দিগন্তজোড়া কাশফুলের শুভ্রতা আর শিউলির সুবাসে প্রকৃতি যখন ধীরে ধীরে সেজে উঠছে, তখন বাঙালির মনেও বাজতে শুরু করেছে আগমনী সুর। প্রতীক্ষা এখন শুধু উমার ঘরে ফেরার। শরতের নির্মল আকাশের নীচে কাশফুল যেন নীরবে জানিয়ে দিচ্ছেআবার আসছেন মা, আবার আনন্দে ভরে উঠবে বাংলার আকাশ-বাতাস।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে

● প্রথম পাতার পর যাচাইয়ের পর তা সরকারি জনগণনা রেকর্ডের অংশ হয়ে যায়।

তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ২.৬ কোটিরও বেশি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে স্ব-নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। বাকি নাগরিকদেরও এই ডিজিটাল ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সঠিক জাতীয় তথ্যভাণ্ডার তৈরিতে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণনা নির্ভরযোগ্য জনসংখ্যাগত তথ্য সরবরাহ করে, যা দেশের পরিকল্পনা ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশবাসীর ধারাবাহিক সহযোগিতায় দেশের প্রতিটি অঞ্চলে জনগণনার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

রাজনৈতিক ভাবে

● প্রথম পাতার পর সঙ্গে এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। উল্লেখ্য, রবিবার সকালে বামুটিয়ার কালিবাজার এলাকায় মানিক সরকারের গাড়িবহর আটকে দেওয়া এবং একটি এসকর্ট গাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। পরে সিপিআই(এম) কর্মী-সমর্থকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং মানিক সরকার পরবর্তীতে নির্ধারিত দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেন।

নতুন উদ্যমে

● প্রথম পাতার পর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ইতিবাচক উদ্যোগগুলিকে উৎসাহিত করেন।

এদিনের 'মন কি বাত' পর্বে প্রধানমন্ত্রী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এর মধ্যে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর দশম বর্ষপূর্তি, জনগণনা, গুজরাটের সোমনাথ ও সূর্যমন্দির, প্রকৃতি সংরক্ষণ, নেশামুক্তি অভিযান, খেলাধুলা এবং কৃষি-সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে।

বিশেষ করে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পাশাপাশি প্রকৃতি সংরক্ষণ, নেশামুক্ত সমাজ গঠন, খেলাধুলায় তরুণদের অংশগ্রহণ এবং কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগের মতো বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের ইতিবাচক ভূমিকা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্যোগকে সামনে এনে সমাজ ও দেশ গঠনে নাগরিকদের অংশগ্রহণের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়।

বৈষ্ণবটিলা কমিউনিটি হলে 'মন কি বাত' শোনার কর্মসূচিকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দা এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে দেশ ও সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সচেতনতা তৈরির বার্তাও দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রী রতন

● প্রথম পাতার পর এদিনের বক্তব্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের একটি মন্তব্য নিয়েও কটাক্ষ করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, "আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবচেয়ে বড় সংস্কার হলো বিপ্লব কুমার দেবের মতো কিছু ব্যক্তিকে আবিষ্কার করা। এরা ফোর জি বা ফাইভ জি নন, এরা টেন জি হয়ে আছেন।"

তাঁর কথায়, অতীতের যুগে ইন্টারনেট ব্যবহারের মতো দাবি করা থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের বহু বছর পর কী হবে, সেই বিষয়েও মন্তব্য করা যায়এমনই 'প্রতিভা' রয়েছে তাঁদের।

জিতেন্দ্র চৌধুরী আরও বলেন, "নরেন্দ্র মোদির ফোর জি আবিষ্কার করা খুবই সাধারণ বিষয়। তার চেয়ে বড় কথা, বিপ্লব কুমার দেবের মতো একজন জিনিয়াস ও ট্যালেন্টেড লোককে কীভাবে আবিষ্কার করলেন, সেটাই আশ্চর্যের।" সাম্প্রতিক সময়ে ত্রিপুরায় শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আবহেই বিরোধী দলনেতার এই বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। একদিকে বিরোধী শিবির ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, অন্যদিকে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ওঠা অভিযোগের পাশাপাশি জিতেন্দ্র চৌধুরীর বিপ্লব কুমার দেবকে ঘিরে করা মন্তব্যও রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

আগরতলায় সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর এলাকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কনভয় আটকে হামলার চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। রবিবার দলের যুব সংগঠনের একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে কালীবাজার এলাকায় মানিক সরকারের কনভয় আটকে দেওয়া এবং তাঁর উপর হামলার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ সিপিআইএমের। ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার সন্ধ্যায় আগরতলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে সিপিআইএম।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার বামুটিয়ায় দলের যুব সংগঠনের একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সেই সময় কালীবাজার এলাকায় তাঁর কনভয় আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মানিক সরকারের নিরাপত্তা ও কনভয় নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনার প্রতিবাদেই সন্ধ্যায় আগরতলা শহরে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিলে দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন। মিছিল থেকে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়।

বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম নেতা অমল চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে বর্তমানে 'জঙ্গলের রাজত্ব' চলছে। তাঁর দাবি, বামুটিয়ার কালীবাজার এলাকায় বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের উপর হামলার চেষ্টা করেছে।

অমল চক্রবর্তী বলেন, একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকে তাঁর উপর হামলার চেষ্টা গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও বিরোধী দলের নেতাদের উপর এ ধরনের আক্রমণের পরিবেশ তৈরি করা কোনওভাবেই কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিনের মিছিল থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানায় সিপিআইএম। একইসঙ্গে রাজ্যের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদ আরও জোরদার করার আহ্বান জানান অমল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে দল।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজ্যে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে হামলার অভিযোগের তদন্তে পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

কঠিন পরিস্থিতিতে শান্ত

● প্রথম পাতার পর ধরছেন। একইসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন রাহুল।

শনিবার কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে অভিযোগের প্রসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর দাবি, নেতৃত্বের সমর্থন ছাড়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এত গুরুতর অপরাধ করা সম্ভব নয়। তিনিও প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেন।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আরও জানান, নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ইসিআই-কে ঘিরে বিতর্ক এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি বৈঠক করতে পারে বলে জানা গেছে।

এর আগে একটি সংবাদ প্রতিবেদনে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য এবং দুই নির্বাচন কমিশনারের অজ্ঞাতসারে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়েও রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে।

সিপিএমকে দেখলে সাদা

● প্রথম পাতার পর তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণের পাশাপাশি ব্যঙ্গ-রসিকতার সুরও উঠে আসে। অনুষ্ঠান শেষে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় সিপিআইএমকে নিয়ে কটাক্ষ করেন বিপ্লব দেব।

আজ ভিলেজ কাউন্সিল ভোট

● প্রথম পাতার পর দলগুলো ভোটগ্রহণ করা ব্যালট বাক্সসহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের (আরও) কার্যালয়ে নির্ধারিত রিসিভিং কেন্দ্রে ফিরে আসবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করেছে যে, ব্যালট সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমস্ত ভোটগ্রহণ কর্মীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের "স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর" সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সমস্ত রিটার্নিং অফিসারের (আরও) সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিয়মিত সমন্বয় সভা ও প্রশিক্ষণ সভার আয়োজন করেছে।

ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই ভোট গ্রহণের সামগ্রী নিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন ভোটকর্মীরা।

মান্দাই: ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রবিবার মান্দাই ব্লকের অন্তর্গত যেসব ভিলেজ কমিটিতে সোমবার ভোটগ্রহণ হবে, সেই সমস্ত ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দেন ভোটকর্মীরা। মান্দাই ব্লকের রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সরঞ্জাম নিয়ে নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করেন তাঁরা। ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভোটকর্মীরা জানান, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে সমস্ত দায়িত্ব পালন করার কথাও জানান তাঁরা।

আগামীকালের নির্বাচনকে ঘিরে মান্দাই ব্লক এলাকায় প্রশাসনিক তৎপরতা এখন তুঙ্গে। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

ধর্মনগর: এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে যুবরাজনগর ব্লকে প্রশাসনিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা এই নির্বাচনে যুবরাজনগর ব্লকের অধীন তিনটি এডিসি ভিলেজের মোট ৩,৯৬৯ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এবারের নির্বাচনে মোট ৬৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটদানের সুবিধার্থে ৮টি ভোটকেন্দ্রের অধীনে মোট ১২টি পোলিং বুথ প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি পোলিং বুথে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

রিটার্নিং অফিসার প্রসেনজিৎ মালাকার আশা প্রকাশ করে বলেন, গত কয়েকদিনের মতো আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণের দিনও এলাকায় শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় থাকবে। সমস্ত প্রস্তুতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কৈলাসহর: রবিবার সকাল থেকেই ঊনকোটি জেলার গৌরনগর আরডি ব্লকের চিনিবাগান হাই স্কুলের স্ট্রং রুম থেকে নিজেদের নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দেন ভোটকর্মীরা। প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সামগ্রী নিয়ে তাঁরা নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে পৌঁছনোর জন্য রওনা হন।

এদিন সকালে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কৈলাসহর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক রুঘুল এ (আইপিএস) জানান, কৈলাসহর মহকুমায় মোট সাতটি ভিলেজ কাউন্সিলের অধীনে ২২টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রেই নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে গোটা মহকুমায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

তিনি আরও জানান, সোমবার সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখনও পর্যন্ত ছোটখাটো কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও বড় ধরনের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরিস্থিতির উপর প্রশাসন ও পুলিশ নিয়মিত নজর রাখছে। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আমবাসা: আমবাসা আরডি ব্লক এলাকায় মোট ৪১টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। রবিবার সকাল ৮টা থেকেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভোটকর্মীরা তাঁদের নির্ধারিত পোলিং স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দেন।

এদিন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি প্রসঙ্গে আমবাসা আরডি ব্লকের বিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার বর্ণিতা বিশ্বাস জানান, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি, ভোটকর্মীরা যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এদিন তিনি সাধারণ ভোটারদের কাছে আবেদন জানান, যাতে তাঁরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে নির্ভয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন।

শান্তিরবাজার: সোমবারের ভোটগ্রহণকে সামনে রেখে রবিবার শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ি ও বকাফা ব্লকের বিভিন্ন পোলিং স্টেশনে নির্বাচনী সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছে যান ভোটকর্মীরা।তাঁদের সঙ্গে রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী।জোলাইবাড়ি ব্লকের শহিদ ধনঞ্জয় স্মৃতি বিদ্যালয় থেকে ৩২টি পোলিং টিম নিজ নিজ কেন্দ্রে রওনা দেয়।

বিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার নবব্রত দত্ত জানান, ব্লকের ৪৮টি কেন্দ্রে মোট ৮২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। প্রতিটি পোলিং টিমের সঙ্গে চারজন করে নিরাপত্তাকর্মী থাকছেন। পাশাপাশি সেক্টর অফিসারদের সঙ্গে নিরাপত্তা টিম, কুইক রেসপন্স টিম ও ডিস্ট্রিক্ট টিম পেট্রোলিংয়ে থাকবে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রিজার্ভ পোলিং কর্মীর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে, বকাফা ব্লকের ১৪টি ভিলেজের ১১৬টি আসনে ভোটগ্রহণের জন্য ৪৬টি পোলিং স্টেশনে ভোটকর্মীরা রওনা দেন। বিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার মনোজ পাল জানান, প্রতিটি বুথে চারজন করে নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন থাকবেন। এছাড়া পুলিশ, টিএসআর, বিএসএফ ও এসএসবি-র জওয়ানরা বিভিন্ন এলাকায় টহল দেবেন। শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

সব মিলিয়ে, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এখন ভোটারদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আজকের ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ শেষ করাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।আগামী ৫ অক্টোবর ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। ১০ বছর পর ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে জনগণের রায় কোনদিকে যায় সেটাই দেখার।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 28-09-2026, 01:12

অভ্যাসমতো সেঞ্চুরি কোহলির! শতরান গিলেরও ক্যারিবিয়ানদের উড়িয়ে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শুরু টিম ইন্ডিয়ার

কোহলি থাকতে চিন্তা কীসের? ওয়ানডেতে রান তাড়া করার জন্য আর কাকে লাগে! এর সঙ্গে আছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। দু'জনের সেঞ্চুরি, আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচ পকেটে। প্রথম ওয়ানডেতে ৫০ বল হাতে থাকতে টিম ইন্ডিয়া জিতল ৮ উইকেটে। প্রথমে কুলদীপের ঘূর্ণি। তারপর ২৯৬ রান তাড়া করতে নেমে কোহলি অপরাজিত থাকলেন ১৩৯ রানে। গিল করে গেলেন ১১০ রান। আগামী বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপের লক্ষ্যে অন্তত একটা বিষয় নিশ্চিত। কোহলিকে ভিন্টেজ ফর্মে পাওয়া যাবে।এদিন টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। তিরুঅনন্তপুরমের স্টেডিয়ামে পিচ পাটা। রান তাড়া করা সহজ। বিশেষ করে দলে যদি একজন বিরাট কোহলি থাকেন। তবে বোলিংয়ের বিজ্ঞাপন খুব একটা আশাজনক হল না। জশপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং এশিয়াডের জন্য জাপানে। মহম্মদ সিরাজকে কেন বসিয়ে রাখা হল জানা নেই। সেখানে গুর্নুর ব্রার ১০ ওভারে দিলেন ৬০ রান। নীতীশ কুমার রেড্ডিও বেধড়ক মার খেলেন। মন্দের ভালো প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ গোটা দু'য়েক উইকেট পেলেন। আর বলতে হয় কুলদীপ যাদবের কথা। ৪০ রান দিয়ে কুলদীপ একাই নিলেন ৪ উইকেট। একসময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ১৯ ওভারে ছিল ১৩০। মনে হচ্ছিল ৩৫০ রান অনিবার্য। কুলদীপের ম্যাজিকে সেটা আটকে গেল ২৯৫ রানে। সেঞ্চুরি করেন জাস্টিন গ্রিভস।জবাবে চেনা ছন্দেই শুরু করেন রোহিত-গিল জুটি। হিটম্যানকে নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে কম বিতর্ক হয়নি। ওয়ানডে বিশ্বকাপ দলে জায়গা হবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠেছিল। শেষ ওয়ানডে সেঞ্চুরি করেছিলেন ঠিকই, তবে সেটা এসেছিল ৩ মাস আগে। রোহিত অবশ্য চেনা ছন্দেই ছিলেন। সপাটে পুল মেরে বাউন্ডারির বাইরে পাঠাচ্ছিলেন। শুরুতে গিল একটু অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন। তাঁকে থিতু হওয়ার সময় দেন রোহিত। কিন্তু যখন গিল চার-ছক্কা হাঁকানো শুরু করলেন, তখনই ভুল করলেন রোহিত। ৩২ রানের মাথায় আচমকা ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান।রো-কো জুটি দেখার সৌভাগ্য ভক্তদের হল না। তবে 'কিং-প্রিন্স' জুটি মাতিয়ে দিলেন। শুরুতে গিলের সহজ ক্যাচ কিমো পল ফেলে দিয়েছিলেন। ভারত অধিনায়ক তারপর আর ভুল করেননি। শেষ পর্যন্ত থামলেন ১১০ রানে। ভারতের ম্যাচ জয় কার্যত নিশ্চিত করে। ব্যাট থেকে এসেছে ১৩টা চার ও একটা ছক্কা। আলজারি জোসেফরা আর বিন্দুমাত্র সমস্যায় ফেলতে পারেননি। চার মেরে ওয়ানডে কেরিয়ারের দশম সেঞ্চুরি পূরণ করে ফেললেন। পিচ পাটা ঠিকই, তবে গিল এরকম ছন্দে থাকলে কোনও রানই অধরা থাকে না।

সদর 'এ' ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। সদর 'এ' যোগা অ্যাসোসিয়েশনের (ত্রিপুরা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের অধিভুক্ত) উদ্যোগে আয়োজিত সদর 'এ' ভিত্তিক যোগ প্রতিযোগিতা আজ এক জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক।এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর 'এ' যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তম দেবনাথ এবং ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সচিব দিব্যেন্দু দত্ত।অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন বিভাগে জয়ী প্রতিযোগী ও বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। আগামী ১১ই অক্টোবর আয়োজিত হতে চলা পশ্চিম জেলা যোগ প্রতিযোগিতায় সদর 'এ' দল অংশ নেবে বলে জানা গেছে। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগে অংশগ্রহণকারীরা চমৎকার পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে পুরস্কৃত হন। ৮-১৪ বছর বয়সীদের (ছেলে) বিভাগে প্রথম অশ্মিত ধর চৌধুরী, দ্বিতীয় দেবায়ন ঘোষ ও তৃতীয় আত্রেয় সাহা এবং (মেয়ে) বিভাগে প্রথম নম্রতা শাহ, দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা দাস ও গার্গী সাহা তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। ১৪-১৮ বছর বয়সীদের (ছেলে) বিভাগে প্রথম অর্পণ দাস, দ্বিতীয় ধৃতি সুন্দর চৌধুরী ও তৃতীয় প্রতীক ভৌমিক এবং (মেয়ে) বিভাগে প্রথম উষ্মিতা দেবনাথ ও দ্বিতীয় পরিনীতা রায় জয়ী হন। ১৮-২৪ বছর (ছেলে) বিভাগে দেবার্পন কুণ্ডু প্রথম ও বিজয় পাল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ৩০-৪০ বছর (মহিলা) বিভাগে প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী প্রথম, মৌসুমি ঘোষ দ্বিতীয় ও মন্টি দেব তৃতীয় হন এবং (পুরুষ) বিভাগে চয়ন দেবনাথ প্রথম স্থান পান। ৪০-৫০ বছর (মহিলা) বিভাগে নন্দিতা সাহা দে প্রথম ও সুপ্রিয়া দেবনাথ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ৫০-৬০ বছর (পুরুষ) বিভাগে স্বপন দেবনাথ প্রথম ও শংকর দেবনাথ দ্বিতীয় হন। ৬০ বছরের উর্ধ (মহিলা) বিভাগে প্রীতি চক্রবর্তী প্রথম এবং (পুরুষ) বিভাগে নির্মল চন্দ্র চক্রবর্তী প্রথম, সলিল চন্দ্র পণ্ডিত দ্বিতীয় ও সুব্রত চক্রবর্তী তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

আজ থেকে টিসিএ-র অনূর্ধ-১৬ প্রাক মরশুম শিবিরে ৫০ জনকে ডাকা হলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। ২০২৬-২৭ মরশুমের জন্য অনূর্ধ-১৬ পুরুষদের প্রাক-মরশুম ক্রিকেট প্রশিক্ষণ শিবিরের তালিকা প্রকাশ করল ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ)। গত ২৫ সেপ্টেম্বর সংস্থার সচিব সুব্রত দে স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন মহকুমা থেকে মোট ৫০ জন উদীয়মান ক্রিকেটারকে নির্বাচিত করার কথা জানানো হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য নির্বাচিত ক্রিকেটাররা হলেন শুভ্রজিৎ সুজিত পাল, যশ দেববর্মা, শুভ্রজিৎ সাহা, সন্দীপ রায়, শাহিন হোসেন পোদ্দার, দেবাঙ্কন ভট্টাচার্য, শুভজিৎ দাস, অর্পণ চক্রবর্তী, জ্যাক মালাকার, বিশ্বজিৎ সরকার, মিনহাজ আহমেদ, আরিশ মজুমদার, অগ্নিব সরকার, স্নেহাশীষ দত্ত, রুদ্র চৌধুরী, কুণাল দেবনাথ, সায়ন্তন কর, নীলেশ সূত্রধর, সৌভিক দাস, অগ্নজিৎ সরকার, ময়ূখ চৌধুরী, পীরজ্যাক দেববর্মা, শুভজিৎ শঙ্কর পাল, শ্রেষ্ঠাংশু দেব এবং আকাশ হোসেন, রিহান আকতার, শুভজিৎ কুড়ি, শুভ দাস, শ্রীমান দেবনাথ, দেবরাজ মজুমদার, দিপাঞ্জন দাস, দীপ শীল, চন্দ্রস্নাত গোস্বামী, সুজিত দেবনাথ, আবির ভট্টাচার্য, অংশ ভাটনগর, আয়ুষ জগন্নাথ দেবনাথ, নীরব চাকমা, দীপ্তনু পাল, আবির সাহা, তানিষ্ক চক্রবর্তী, বিক্রম দাস, রাহুল মিঞা, ঋদ্ধিমান দাস, বিজয় দাস, প্রীতম দাস, হিমন দাস, শুভজিৎ বরুয়া, শুভজিৎ ধর এবং অনুজ দে। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের সদর, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, আমবাসা, বিশালগড়, বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার, কমলপুর, সোনামুড়া, তেলিয়ামুড়া ও কৈলাশহরের মতো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই উদীয়মান ক্রিকেটারদের বেছে নেওয়া হয়েছে। দল গঠনের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের শারীরিক ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞ কোচিং স্টাফও নিয়োগ করা হয়েছে। শিবিরে প্রধান কোচ হিসেবে থাকবেন অলোক দেব রায় এবং সহকারী কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অনুপম দে। এছাড়া ফিজিও হিসেবে রাজেশ কুমার মোদক, ট্রেনার হিসেবে শ্রীবাস মজুমদার এবং ভিডিও এনালিস্ট হিসেবে শুভেন্দু ভট্টাচার্য দায়িত্ব সামলাবেন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, আগামীকাল, সোমবার দুপুর ২টোর মধ্যে নির্বাচিত সমস্ত ক্রিকেটারকে প্রয়োজনীয় মূল নথিপত্রসহ আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এশিয়াডে সোনার হ্যাটট্রিক হল না তেজিন্দরের

গত দু'বার এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন তিনি। এ বার পারলেন না তেজিন্দরপাল সিংহ তুর। শটপাটে শনিবার রুপো পেলেন তিনি। মহিলাদের ৪০০ মিটারে ব্রোঞ্জ জিতেছেন প্রাচী চৌধরি। তবে ব্যাডমিন্টনে হতাশ করে বিদায় নিয়েছেন লক্ষ্য সেন এবং আয়ুষ শেট্টি। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন পিভি সিন্ধু এবং উন্নতি হুডা। ২০১৮-য় জাকার্তায় এবং ২০২৩-এ হ্যাংঝাউতে সোনা জিতেছিলেন তেজিন্দর। এ দিন বেশ ভালই এগোচ্ছিলেন। লড়াই হচ্ছিল সৌদি আরবের মহম্মদ তোলুর সঙ্গে। আচমকাই ইরানের মহম্মদরেজা তায়াবিসে ২০.৮১ মিটার দূরে শটপাট ছোড়েন। সেই দূরত্ব আর টপকাতে পারেননি তুর। ২০.৬৪ মিটার ছুড়ে দ্বিতীয় হয়ে রুপো নিশ্চিত করেন তিনি। তোলু এক সময় ২০.৪৮ মিটার ছুড়ে এগিয়েছিলেন বাকিদের থেকে। তিনি তৃতীয় হন।সন্ধ্যার দিকে মেয়েদের ৪০০ মিটারে নেমেছিলেন প্রাচী। প্রথমে কিছুটা এগিয়েছিলেন তিনি।

সুপার ফোর-এর সূচি ও মাঠ বণ্টন টিএফএ-র দ্বারে এগিয়ে চল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। আগরতলার ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব এগিয়ে চল সংঘের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন-এর অধীনস্থ "শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ সাব-কমিটি"-র কাছে একটি দাবি সনদ পেশ করা হয়েছে। আসন্ন "সুপার ফোর" পর্যায়ের ম্যাচগুলোর সূচি, মাঠের দিক বণ্টন এবং গ্যালারি সংরক্ষণ সংক্রান্ত একাধিক অসঙ্গতি তুলে ধরে এই চিঠিটি জমা দেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এই পত্রে খেলার নিরপেক্ষতা ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। মাঠ বণ্টন ও গ্যালারি সংরক্ষণ নিয়ে আপত্তি: চিঠিতে মূলতঃ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। প্রথমত, পূর্বে সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও সুপার ফোরের সবকটি ম্যাচেই এগিয়ে চলা সংঘকে মাঠের "সাইড এ" বরাদ্দ করা হয়েছে। দলটির দাবি, পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে "সাইড এ" ও "সাইড বি" বণ্টন করা হোক। দ্বিতীয়ত, "সাইড বি"-র পিছনের গ্যালারি ঐতিহ্যগতভাবেই টিএফএ-র আজীবন সদস্য বা লাইফ মেম্বারদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। সেই নিয়ম কঠোরভাবে বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। চূড়ান্ত দিনের সূচি পুনর্বিন্যাসের দাবি: তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো টুর্নামেন্টের শেষ দিনের ম্যাচ সূচি। নিয়ম অনুযায়ী, ফাইনাল বা নির্ণায়ক দিনে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা দলগুলোর ম্যাচ একই সময়ে বা পরে হওয়া উচিত, যাতে আগে খেলার কারণে কোনো দল বাড়তি সুবিধা না পায়। অথচ বর্তমান সূচিতে "টিম সি" ও "টিম ডি" শীর্ষ তালিকায় না থাকা সত্ত্বেও তাদের শেষ ম্যাচ খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা প্রতিযোগিতার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। তাই খেলার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে "টিম এ" ও "টিম বি"-র ম্যাচটি সুপার লিগের শেষ ম্যাচ হিসেবে পুনঃনির্ধারণের জোর দাবি জানিয়েছে ক্লাবটি।

প্লেয়ার ট্রান্সফার : টোকেনের সময়সীমা বাড়ালো টিসিএ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ)-এর ব্যবস্থাপনায় ২০২৬-২৭ ক্রিকেট মরশুমের জন্য ক্রিকেটারদের দলবদল (প্লেয়ার ট্রান্সফার) প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যে সমস্ত ক্রিকেটার আগামী মরশুমে নতুন ক্লাবের হয়ে খেলতে ইচ্ছুক, তাঁদের টিসিএ সদর দপ্তর থেকে 'টোকেন ফর ট্রান্সফার' সংগ্রহ এবং জমা দিতে হবে। পূর্বে ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী এই টোকেন সংগ্রহের তারিখ ছিল ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত), প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। দলবদলে ইচ্ছুক খেলোয়াড়দের টিসিএ-র অনুমোদিত ক্লাবগুলিতে পাওয়া ১৯ সেপ্টেম্বরের ট্রান্সফার নিয়মাবলী মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে সম্প্রতি প্রকাশিত এক সংশোধিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে টিসিএ-র সম্পাদক সুব্রত দে জানিয়েছেন যে, প্লেয়ার ট্রান্সফারের এই টোকেন সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত করা হয়েছে। সময়সীমা বৃদ্ধি ছাড়া পূর্বের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী একই থাকছে বলে সংস্থা সূত্রের খবর। রাজ্যের উদীয়মান ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের সুবিধা এবং দলবদল প্রক্রিয়াকে মসৃণ করতেই অ্যাসোসিয়েশনের এই সিদ্ধান্ত।

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সম্পন্ন হলো জিরানিয়া মহকুমা যোগাসন প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। দলুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের হলঘরে সাফল্যমণ্ডিত ভাবে সম্পন্ন হলো 'জিরানিয়া সাব-ডিভিশন যোগাসন মিট'। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মোট ৫৮ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাননীয়া প্রধান শ্রীমতি রত্না দাস ও উপপ্রধান সাধন দে। সমগ্র প্রতিযোগিতায় জয়শ্রী ভৌমিক, সত্যজিৎ ঘোষ, বাপন দেবনাথ, সুপর্ণা বণিক ও নমিতা দেবনাথ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। জিরানিয়া মহকুমা দলের কোচ সুপর্ণা বণিক ও টিম ম্যানেজার বাপন দেবনাথের পরিচালনায় টুর্নামেন্টটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এদিনের প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগের বিজয়ী ও স্থানাধিকারী খেলোয়াড়দের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। সাব-জুনিয়র গার্লস বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন স্নেহা দে, দ্বিতীয় অদ্রিজা বণিক, তৃতীয় অস্মিতা পাল, চতুর্থ অম্বিকতা দাস এবং পঞ্চম তনুশ্রী সরকার। সাব-জুনিয়র বয়েজ বিভাগে প্রথম রাজশেখর দে, দ্বিতীয় তেজেশ মজুমদার, তৃতীয় অভিমান্যু চৌধুরী, চতুর্থ অনুপ লস্কর এবং পঞ্চম স্থান লাভ করেন আয়ুষ দেবনাথ। জুনিয়র গার্লস বিভাগে সেরা নির্বাচিত হন যথাক্রমে প্রথম সুদিতা দেবনাথ, দ্বিতীয় নেহা দে, তৃতীয় রিয়া চক্রবর্তী ও চতুর্থ মধুরিমা দেবনাথ। অন্যদিকে জুনিয়র বয়েজ বিভাগে স্থান পান প্রথম নয়ন দেবনাথ, দ্বিতীয় টুটুন দাস, তৃতীয় অঙ্কিত দেবনাথ ও চতুর্থ সৌরভ দাস। সিনিয়র গার্লস বিভাগে প্রথম হন মৌ সূত্রধর এবং দ্বিতীয় রেশমি দেবনাথ। সিনিয়র বয়েজ বিভাগে প্রথম স্থান পান প্রীতম দাস এবং দ্বিতীয় হন তপুময় দাস। এছাড়া মাস্টার্স মহিলা বিভাগে সেরা হন সোমা দেববর্মা। আগামী দিনে তরুণ প্রতিভাদের বিকশিত করতে এই প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আয়োজকরা আশাপ্রকাশ করেছেন।

উৎসাহ উদ্দীপনায় সদর-বি যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। আগরতলার রামনগরস্থিত "দ্য যোগা স্টুডিও"-তে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সদর-বি অঞ্চল ভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো। সম্প্রতি আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ড় যীশু চক্রবর্তী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তম দেবনাথ। উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে তরুণ ও প্রবীণ উভয়ের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে নিয়মিত যোগচর্চার অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন।প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে তরুণ উদীয়মান প্রতিভা থেকে শুরু করে প্রবীণ অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। সাব-জুনিয়র বালিকা বিভাগে সায়ন্তিকা দত্ত, সায়ন্তিকা দাস, সোমদত্তা চৌধুরী, স্বস্তিকা দাস, মেঘাদ্রিতা দেবনাথ ও পারমিতা দাস তাঁদের চমৎকার শারীরিক কসরত প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে, সাব-জুনিয়র বালক বিভাগে শুভায়ু সরকার, আয়ুষ দেবনাথ, ঋদ্ধিমান দাস, হিমাদ্রি দেবনাথ ও সৌহার্দ্য ভৌমিকের সাবলীল পারফরম্যান্স উপস্থিত দর্শকদের ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। পাশাপাশি, প্রবীণদের উৎসাহিত করতে আয়োজিত মাস্টার উইমেন (বি) (৫০-৬০ বছর) বিভাগে সুমনা দেব দাস ও ড় রাখী দেববর্মা এবং মাস্টার উইমেন (সি) (৬০ বছরের ঊর্ধ্বে) বিভাগে জবা পাল দত্ত ও শিখা গুপ্ত চমৎকার যোগাসন প্রদর্শন করে প্রতিযোগিতাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেন।

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় প্রদর্শনী গল্ফ প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। আনন্দ রাঠি ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেসের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা গল্ফ অ্যাসোসিয়েশন ও বিএসএফ গল্ফ ক্লাবের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত হলো এক প্রদর্শনী গল্ফ প্রতিযোগিতা 'ত্রিপুরা গল্ফ টুর্নামেন্ট ২০২৬'। আজ, রবিবার সকাল ৬টা থেকে আগরতলার ত্রিপুরা বিএসএফ গল্ফ গ্রাউন্ডে এই বিশেষ টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। ত্রিপুরা গল্ফ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের জন্য অনুষ্ঠিত এই বর্ণাঢ্য ইভেন্টটির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে গল্ফ খেলার প্রচার, খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্কিং-এর সুযোগ তৈরি করা। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা গল্ফ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী ডেভিড দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রদর্শনী গল্ফ টুর্নামেন্টের সার্বিক কর্মসূচির সূচনা ও তত্ত্বাবধান করেন। আনন্দ রাঠি ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেসের পক্ষ থেকে সমস্ত গল্ফার ও সহযোগীদের জন্য প্রাতঃরাশের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। পাশাপাশি প্রতিযোগিতা শেষে ত্রিপুরা গল্ফ অ্যাসোসিয়েশন ও বিএসএফ গল্ফ ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এক বিশেষ সংবর্ধনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আনন্দ রাঠি ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেসের কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রীতি মোহিন্তা এবং সজল দাস সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিনু মানকড় ট্রফির জন্য ত্রিপুরা দল ঘোষিত, নেতৃত্বে দেবজ্যোতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।।আগামী ৮ অক্টোবর থেকে ওড়িশায় অনুষ্ঠিত হতে চলা বহুপ্রত্যাশিত "বিনু মানকড় ট্রফি ২০২৬-২৭"-এর জন্য ত্রিপুরা দল ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার টিসিএ-র সচিব সুব্রত দে স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৮ সদস্যের এই অনূর্ধ-১৯ দল প্রকাশ করা হয়। ঘোষিত দলে সদর সাব-ডিভিশনের দেবজ্যোতি পালকে অধিনায়ক এবং বিশালগড়ের সিদ্ধার্থ দেবনাথকে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। দলে স্থান পাওয়া অন্যান্য ক্রিকেটাররা হলেন অর্কজিৎ সাহা, শঙ্খনীল সেনগুপ্ত, সন্দ্বীপন দাস, ইষ্ট দেবনাথ, অয়ন রায়, আদি দেবনাথ, আকাশ সরকার, রাহুল বর্মন, নীল দেববর্মা, রিয়াদ হোসেন, পান্থর দেববর্মা, তপন ঘোষ, দীপ দেব, আরিফ মিঞা, সোমদেব শীল ও সপ্তদীপ দত্ত। আগামী মরশুমের এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টে দলকে সাফল্য এনে দিতে কোচিং ও সাপোর্টিং স্টাফেও অভিজ্ঞদের রাখা হয়েছে। দলের হেড কোচের দায়িত্ব সামলাবেন জয়ন্ত দেবনাথ এবং সহকারী কোচ হিসেবে থাকছেন বাসুদেব দত্ত। এছাড়া ফিজিও হিসেবে কুণাল চক্রবর্তী, ট্রেনার বাপি বিশ্বাস, ভিডিও অ্যানালিস্ট সুহাগ চন্দ্র দাস এবং ম্যানেজার হিসেবে সুব্রত দেবনাথ দায়িত্বে থাকবেন। মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ওড়িশা রওনা হওয়ার পূর্বে নির্বাচিত সমস্ত খেলোয়াড়কে আগামীকাল, সোমবার বিকেল ৩টের মধ্যে আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'অব্যবস্থা'কেই বিঁধলেন পানামা কোচ

ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ৯৪ ধাপ পিছিয়ে থাকা দেশের সঙ্গে ড্র। বেঙ্গালুরুতে ভারতকে হারাতে না পারার বেদনাটা যেন ভুলতে পারছেন না পানামার কোচ থমাস ক্রিশ্চিয়ানসেন! ভারতের খেলার প্রশংসা করলেও জিততে না পারার পিছনে ঘুরিয়ে ভারতের অব্যবস্থাকেই দায়ী করলেন পানামা কোচ। রাখঢাক না করেই তিনি বলে গেলেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের চুক্তি করার আগে আমাদের ভাবতে হবে।সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোর প্রথম ম্যাচে ভারত র্যাঙ্কিংয়ে ৯৪ ধাপ এগিয়ে থাকা পানামার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে রীতিমতো চর্চায় উঠে এসেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ব্লু টাইগার্সের পারফরম্যান্স গ্রাফ যেরকম নিম্নগামী, সেই পরিস্থিতিতে সদ্য বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া পানামার বিরুদ্ধে ড্র করে চমক দিয়েছেন মনবীর সিংরা। ওই ম্যাচে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে ঘুরিয়ে বিঁধেছেন ভারতের অব্যবস্থাকেও।ম্যাচ শেষে ক্রিশ্চিয়ানসেন বলে গিয়েছেন, "ব্যাপারটা সহজ নয়। ওই ম্যাচে আমি পাঁচজন আনকোরা ছেলেকে খেলিয়েছি। এভাবে দলে যখন প্রজন্মের পরিবর্তন হয়, তখন সমস্যা তো হয়ই। তাছাড়া আমরা একসঙ্গে অনুশীলনের পর্যাপ্ত সময় পাইনি। যাতায়াত ও লজিস্টিক সমস্যার জন্য একসঙ্গে অনুশীলনের পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি।"

CMYK

জাগরণ 28 September, 2026, Monday ■ আগরতলা ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং, ■ ১০ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

টেট উত্তীর্ণদের উপর জলকামান ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আগরতলায় এনএসইউআইয়ের বিক্ষোভ মিছিল

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক সংকট এবং ২০২৪ সালের টেট উত্তীর্ণদের আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদে রবিবার সন্ধ্যায় আগরতলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল প্রদেশ এনএসইউআই। সংগঠনের অভিযোগ, শিক্ষক সংকটের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ব্যাহত হলেও টেট উত্তীর্ণদের একসঙ্গে নিয়োগের দাবির প্রতি সরকার যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না।

জানা গেছে, ২০২৪ সালের টেট উত্তীর্ণরা দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। সম্প্রতি তাঁরা টিআরবিটি কার্যালয়ের সামনে আন্দোলনে সামিল হলে পুলিশ তাঁদের উপর জলকামান ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে জোর করে ধাক্কা দিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলেও অভিযোগ এনএসইউআইয়ের।

এই ঘটনার প্রতিবাদেই রবিবার সন্ধ্যায় আগরতলা শহরে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে প্রদেশ এনএসইউআই। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে বিক্ষোভকারীরা টেট উত্তীর্ণদের দাবির সমর্থনে এবং পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদে স্লোগান দেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন প্রদেশ এনএসইউআইয়ের কার্যকরী সভাপতি। তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকট রয়েছে। এর ফলে পড়াশোনার স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে যোগ্য টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক সংকট মোকাবিলার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, নিজেদের ন্যায্য দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত টেট উত্তীর্ণদের উপর জলকামান ব্যবহার এবং তাঁদের গ্রেপ্তারের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের দাবি জানান তিনি।

এনএসইউআইয়ের পক্ষ থেকে টেট উত্তীর্ণদের একসঙ্গে নিয়োগ, শিক্ষক সংকটের দ্রুত সমাধান এবং আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের পদক্ষেপের বিষয়ে জবাবদিহির দাবি জানানো হয়। এদিনের কর্মসূচিকে ঘিরে আগরতলা শহরে কিছুটা রাজনৈতিক উত্তেজনাও লক্ষ্য করা যায়।

বামুটিয়ায় মানিক সরকারের সভায় হামলার অভিযোগ, তীব্র প্রতিবাদ প্রদেশ কংগ্রেসের

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: বামুটিয়া বিধানসভা এলাকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা একসময়ের বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের উপস্থিতিতে একটি কর্মসূচিতে হামলার অভিযোগ ঘিরে তীব্র প্রতিবাদ জানাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার এক প্রেস বিবৃতিতে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ফ্যাসিস্ট কায়দায় ওই কর্মসূচিতে হামলা চালিয়েছে এবং মানিক সরকারকে আক্রান্ত করার ঘটনা ঘটেছে। বিবৃতিতে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, রাজ্য সরকারের মেয়াদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, আইনের শাসন ভেঙে পড়া, নিরাপত্তাহীনতা এবং গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্য কারচুপিপূর্ণ ভোটার তালিকা তৈরির চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, গণআন্দোলন এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন শাসক জোটের বিরোধীদের উপর আক্রমণের মাত্রাও বাড়ানো হচ্ছে। বামুটিয়ার ঘটনাকে সেই আশঙ্কারই আরও একটি উদাহরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে দলের বিবৃতিতে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুলিশের সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছে অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। দলের অভিযোগ, এ ধরনের ঘটনা রাজ্যে শাসক জোটের জনসমর্থন কমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে মরিয়া রাজনৈতিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনআন্দোলন আরও শক্তিশালী করতে হবে। প্রবীর চক্রবর্তী স্বাক্ষরিত ওই বিবৃতিতে জনবিরোধী ও স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বনমালীপুরে ২৬ নম্বর বুথে প্রধানমন্ত্রীর ১৩৮তম ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠান, উপস্থিত সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: ৯ নম্বর বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডলের উদ্যোগে রবিবার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ২৬ নম্বর বুথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১৩৮তম ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠান শোনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এদিনের অনুষ্ঠানে মণ্ডল সভাপতি অরিন্দম চৌধুরী, পুরনিগমের ইস্ট জোনের চেয়ারপারসন সুখময় সাহা-সহ দলের অন্যান্য নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হলে উপস্থিত সকলে মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য শোনেন।

‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষের নানা উদ্যোগ, সাফল্য, উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড, সামাজিক পরিবর্তনে নাগরিকদের ভূমিকা এবং দেশ গঠনে তাঁদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ইতিবাচক উদ্যোগকে সামনে এনে সমাজের অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করার বার্তা দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বনমালীপুরের ২৬ নম্বর বুথেও এদিন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা একত্রিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন। অনুষ্ঠানে ‘মন কি বাত’কে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বুথ এলাকার দলীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণও দেখা যায়।

বিশালগড়ে চিকিৎকের উপর হামলার অভিযোগ

বিশালগড়, ২৭ সেপ্টেম্বর: বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের উপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক মদ্যপ যুবকের বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, বিশালগড় ২ নম্বর গেট এলাকা থেকে এক যুবককে চিকিৎসার জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসা পরিষেবা চলাকালীন ওই যুবক মদ্যপ অবস্থায় হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। একপর্যায়ে তিনি চিকিৎসক ও নিরাপত্তারক্ষীর উপর হামলার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ আসার খবর পেয়ে অভিযুক্ত যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী না থাকায় কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। হাসপাতাল চত্বরে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

এই ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে পুলিশ কী ব্যবস্থা নেয়, সেদিকেই এখন নজর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী মহলের।

দেশের পরিচ্ছন্ন জ্বালানির অন্যতম চালিকাশক্তি উ:পূর্ব ভারত: সর্বানন্দ

গান্ধীধাম, গুজরাট : ২৭ সেপ্টেম্বর: সবুজ জ্বালানি উৎপাদন ও সামুদ্রিক পরিবহণকে আরও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে গুজরাটের কান্ডলায় দেশের প্রথম বন্দরভিত্তিক ই-মিথানল উৎপাদন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। শনিবার দীনদয়াল পোর্ট অথরিটির কান্ডলা বন্দরে এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, ভারতের সামুদ্রিক শক্তি ক্রমশ বিশ্বে নতুন অবস্থান তৈরি করছে। এবার ভারত নিজের জাহাজ নির্মাণ ও কনটেনার উৎপাদনের পাশাপাশি বিশ্বের জাহাজগুলিকে সবুজ জ্বালানিও সরবরাহ করবে। তাঁর কথায়, “ভারত এখন বিশ্বের অগ্রণী সামুদ্রিক শক্তি হয়ে উঠছে; এবার ভারত সবুজ শক্তি দিয়ে বিশ্বের জাহাজগুলিকে চালিত করবে।” সোনোয়াল বিশেষভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আসামের নামরূপে অবস্থিত আসাম পেট্রো-কেমিক্যালস লিমিটেড এই প্রকল্পের অন্যতম অংশীদার। নামরূপ থেকে কান্ডলা পর্যন্ত এই উদ্যোগ প্রমাণ করছে যে উত্তর-পূর্ব ভারত দেশের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ভবিষ্যতের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে। তাঁর মতে, ব্রহ্মপুত্র, বিপুল জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অসম আগামী দিনে সবুজ জ্বালানির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। প্রায় ২,৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ এই প্রকল্পে দৈনিক ১৫০ টন ই-মিথানল উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, জল এবং বায়োজেনিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে উৎপাদিত এই সবুজ জ্বালানি এশিয়া-ইউরোপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথে চলাচলকারী জাহাজে সরবরাহ করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো নির্গমন লক্ষ্যের পাশাপাশি আত্মনির্ভর ভারত ও বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।

গাড়ি বন্ধক রেখে প্রতারণার অভিযোগ, আমতলী থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ গাড়ির মালিকের

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: গাড়ি ভাড়া দেওয়ার পর মালিকের অজান্তে তা অন্যের কাছে বন্ধক রেখে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের সংবাদ শিরোনামে আমতলী থানা। এই ঘটনায় গাড়ির মালিক কর্ণজিৎ ভৌমিক আমতলী থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরও দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও গাড়ি উদ্ধারে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি পুলিশ।

অভিযোগ অনুযায়ী, আমতলী থানার অন্তর্গত চারিপাড়া শিবনগর এলাকার বাসিন্দা কর্ণজিৎ ভৌমিকের টিআর-০১-সিএফ-০৫২০ নম্বরের একটি মারুতি গাড়ি ফুলতলী এলাকার আশিস মিয়াকে ভাড়ায় দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে আশিস মিয়া তাঁর এক ভাগিনার মাধ্যমে গাড়িটি মণিপুরের ইম্ফলের এক যুবকের কাছে এগ্রিমেন্ট দলিলের ভিত্তিতে বন্ধক রাখেন বলে অভিযোগ। অথচ এই বিষয়ে গাড়ির মালিক কর্ণজিৎ ভৌমিককে কিছুই জানানো হয়নি। মালিকের দাবি, তাঁর অনুমতি ছাড়াই পরিকল্পিতভাবে গাড়িটি বন্ধক রেখে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।

বিষয়টি জানতে পেরে কর্ণজিৎ ভৌমিক আশিস মিয়ার কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চান। কিন্তু তিনি সন্তোষজনক কোনও উত্তর পাননি বলে অভিযোগ। এরপর প্রায় চার মাস আগে প্রথমে আমতলী থানায় জিডি এন্ট্রি করেন তিনি। পরবর্তীতে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ-সহ লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন। কর্ণজিৎ ভৌমিকের অভিযোগ, অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ তাঁকে দ্রুত তদন্ত করে গাড়িটি উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর দাবি, দেড় মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও গাড়ি উদ্ধারে কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। একাধিকবার থানায় গিয়েও তিনি পুলিশের কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর পাননি বলে অভিযোগ করেছেন। এমনকি, বিষয়টি মীমাংসা করার প্রস্তাবও পুলিশের তরফে দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি তাঁর। গাড়ির মালিকের আরও অভিযোগ, এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩১৬(২), ৩১৬(৫), ৩১৮(৪) ও ৩১৪ ধারার প্রাসঙ্গিকতা খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশ গাড়িটি উদ্ধারের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি বলে তাঁর দাবি। এই পরিস্থিতিতে আমতলী থানার ওসি ইন্সপেক্টর রানা চ্যাটার্জির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

রবিবার দুপুরে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে নিজের ক্ষোভ ও অসহায়তার কথা তুলে ধরেন কর্ণজিৎ ভৌমিক। তিনি জানান, গাড়িটি ঋণের কিস্তিতে কেনা। গাড়ির কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় প্রতিনিয়ত তাঁর বাড়িতে ঋণ আদায়কারী সংস্থার লোকজন আসছেন। অথচ গাড়িটি তাঁর কাছে না থাকায় তিনি আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বলেও জানান তিনি। এমনকি, গাড়িটি ফিরে না পেলে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা থাকবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

এদিন পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কর্ণজিৎ ভৌমিকের দাবি, তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং মণিপুরের ইম্ফল থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

ভিলেজ কমিটির নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে হামলার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তিপ্রা মথার কর্মীরা

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে তিপ্রা মথার কর্মীদের বিরুদ্ধে দুই বিজেপি নেতৃত্বের উপর হামলার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি আরডি ব্লকের অন্তর্গত রামরাইবাড়ির রঞ্জন আলি পাড়া এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী জাহুরা খাতুন অভিযোগ করেন, রামরাইবাড়ির রঞ্জন আলি পাড়া এলাকার বাসিন্দা জামাল মিয়ার নেতৃত্বে তিপ্রা মথার বেশ কয়েকজন কর্মী দলবদ্ধভাবে তাঁর বাড়িতে যান। সেখানে তাঁকে এবং তাঁর ভাই তথা বিজেপি নেতা নাসির মিয়াকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, তাঁকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন জাহুরা খাতুন। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই আক্রান্তদের জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, হামলার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে রবিবার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ বছর ধরে বিধবা ভাতা অধরা, অসুস্থ বৃদ্ধা শাশুড়ির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন পুত্রবধূর

জম্পুইজলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও মেলেনি বিধবা ভাতা। বয়স ৭০ বছর, শারীরিক অসুস্থতায় জর্জরিত। সংসারে আর্থিক অনটন, তার উপর প্রতিমাসে প্রয়োজন প্রচুর ওষুধের। এই পরিস্থিতিতে অসহায় বৃদ্ধা শাশুড়ির জন্য ভাতার আবেদন জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন পুত্রবধূ নারা বেগম। ঘটনাটি জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত চিকন ছড়া ভিলেজের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাইল্লা পাড়া এলাকার। ওই এলাকার বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সি সালেমা খাতুন স্বামীহারা ও দরিদ্র। তাঁর স্বামী তারা মিয়া পাঁচ বছর আগে মারা যান। পরিবারের রেশন কার্ড রয়েছে অ্যাডহক বিপিএল শ্রেণিতে। পরিবারের অভিযোগ, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা ভাতা পাওয়ার আশায় একাধিকবার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছেন সালেমা খাতুন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর বিধবা ভাতা চালু হয়নি। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭০ বছর হওয়ায় তিনি বার্ধক্য ভাতারও যোগ্য বলে দাবি পরিবারের। অথচ এখনও পর্যন্ত কোনও ভাতাই পাননি তিনি। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বর্তমানে সালেমা খাতুন গুরুতর শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। তিনি কানে শুনতে পান না এবং তাঁর হাত-পা সব সময় কাঁপে। চিকিৎসার জন্য প্রতি মাসে প্রচুর টাকার ওষুধের প্রয়োজন হলেও পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় সেই খরচ জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ মেটাতেও সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন তাঁর পুত্রবধূ নারা বেগম। রবিবার সকালে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর শাশুড়ির জন্য উপযুক্ত ভাতা চালু করার আবেদন জানান। অসহায় বৃদ্ধার চিকিৎসা ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের কথা বিবেচনা করে প্রশাসন যাতে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেই আশাতেই রয়েছেন সালেমা খাতুনের পরিবার।

ব্যাংক ইউনিয়নের তিনদিনের ধর্মঘটে সমর্থন সিপিআইয়ের

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: পাঁচ দিনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুসহ বিভিন্ন দাবিতে ব্যাংক ইউনিয়নগুলির সর্বভারতীয় যৌথ সংগঠন ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নসের (ইউএফবিইউ) আহ্বানে আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী তিন দিনের ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মঘটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে সিপিআইয়ের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী।

রবিবার এক বিবৃতিতে সিপিআইয়ের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী জানায়, ব্যাংক কর্মচারী ও আধিকারিকদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুর-প্রমোদনগরের ৬ নম্বর বুথে প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠান শ্রবণ

কল্যাণপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের ১৩৮তম পর্ব রবিবার সারা দেশের সঙ্গে কল্যাণপুর-প্রমোদনগর কেন্দ্রের ৬ নম্বর বুথেও শ্রবণ ও দর্শন করেন এলাকার সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কার্যকর্তারা। এই উপলক্ষে বুথ এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম অধিকারী। এরপর উপস্থিত সকলকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’-এর ১৩৮তম পর্ব শোনেন এবং দেখেন তিনি।

অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে যে বিষয়গুলি তুলে ধরেন, সেগুলি নিয়ে উপস্থিত সাধারণ মানুষের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করেন উত্তম অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি ‘মন কি বাত’-এর মাধ্যমে দেশজুড়ে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ ও জনকল্যাণমূলক বিষয়ের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামুটিয়ায় মানিক সরকারের গাড়ি আটকে দেওয়ার অভিযোগ, নিন্দা সিপিআইএমের

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: বামুটিয়ার কালিবাজারে ডিওয়াইএফআই-এর মোহনপুর মহকুমা সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের গাড়িতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল। রবিবার এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ তুলে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সিপিআইএমের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী।

সিপিআইএমের বিবৃতি অনুযায়ী, এদিন কালিবাজারে ডিওয়াইএফআই মোহনপুর মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তাঁর পৌঁছানোর আগে দুপুর ১২টা নাগাদ কালিবাজারে সিপিআইএম কার্যালয়ের প্রবেশপথে বিজেপির কয়েকজন দুর্বৃত্ত জড়ো হয়েছিল বলে অভিযোগ দলের।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, মানিক সরকারের গাড়ি সেখানে পৌঁছানোর পর ওই ব্যক্তিরা নানাভাবে গাড়ির গতিরোধ ও বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। এরপর যুব স্বেচ্ছাসেবকরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করে মানিক সরকারের গাড়িকে সিপিআইএম কার্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা করেন বলে জানানো হয়েছে।

দলের দাবি, এরপর মানিক সরকার সম্মেলনে বক্তব্য রেখে সেখান থেকে ফিরে যান। পরে যুব নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিরা কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী অভিযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। বিবৃতিতে দলের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়, এই ঘটনায় বিজেপির স্বৈরতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতা’ প্রকাশ পেয়েছে।

সিপিআইএমের দাবি, সরকারের ব্যর্থতা ও জনবিরোধী কার্যকলাপের কারণে শাসকদল জনসমর্থন হারাচ্ছে এবং সেই কারণেই বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কালিবাজারের ঘটনাকে তারই একটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছে দল।

বিবৃতির শেষে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই ধরনের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে সিপিআইএমের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী।

পণ্ডিত দিনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতার দুটি ত্রিপুরা ভবনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর: বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে উষ্ণায়ন, যার প্রভাবে সম্প্রতি নেপালের বিধ্বংসী বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে মানবসমাজকে। পরিবেশের এই চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রকৃতির ভারসাম্য ফেরানোর এক অনন্য বার্তা দিল রাজ্যের অন্যতম বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা ‘বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা’।

গত রবিবার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার প্রিটোরিয়া স্ট্রিট এবং সল্টলেকে অবস্থিত দুটি ত্রিপুরা ভবনে এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থাটির পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ভবনের কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ফুল ও ফলের চারা রোপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে ভবনের কর্মীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ‘বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা’-র রাজ্য কনভেনর তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী মনোজ রায়। ত্রিপুরা ভবনগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে মনোজ বাবু এর আগেও একাধিকবার প্রিটোরিয়া স্ট্রিট ও সল্টলেকের ত্রিপুরা ভবনে ফুল ও ফলের গাছের চারা রোপণ করেছিলেন।

বৃক্ষরোপণকে এক ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন শিক্ষাবিদ মনোজ রায়। কর্মজীবনে থাকাকালীন রাজ্য বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে গত ছ’বছরে রাজ্যের বেশিরভাগ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে ‘কিচেন গার্ডেন’ তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরেও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেজে উঠেছে প্রকৃতি, শরতের আগমনে উৎসবের আবহ

তেলিয়ামুড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর: নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের ভেলা, দিগন্তজোড়া কাশফুলের দোলা আর ভোরের শিশিরভেজা ঘাসে শিউলির স্নিগ্ধ সুবাসপ্রকৃতির এই চিরচেনা রূপই যেন বাঙালির মনে পৌঁছে দিচ্ছে এক বিশেষ বার্তা, ‘মা আসছেন!’ বর্ষার বিদায়লগ্নে শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে শুরু হয়েছে রূপবদলের পালা। আর প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যকে ঘিরেই বাঙালির মনে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে শারদীয়ার আবেগ, আনন্দ ও উমার ঘরে ফেরার প্রতীক্ষা। শরৎ মানেই এক অন্য রকম অনুভূতি। বর্ষার মেঘলা আকাশের পরিবর্তে ধীরে ধীরে আকাশজুড়ে দেখা মিলছে নির্মল নীলের। মাঠের আলপথের দু”ধারে মাথা দোলাচ্ছে সাদা কাশফুল। ভোরের আলো ফুটতেই ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশিরের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে শিউলির স্নিগ্ধতা। প্রকৃতির এই চেনা রূপ যেন প্রতি বছর নতুন করে মনে করিয়ে দেয় দুর্গাপূজার আগমনী বার্তা। কাশফুলের শুভ্রতা, শিউলির সুবাস আর শরতের নীল আকাশসব মিলিয়ে বাঙালির মন জুড়ে তৈরি হচ্ছে উৎসবের আবহ। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম প্রধান উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা। এই উৎসব শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আবেগ ও সামাজিক মিলনমেলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সারা বছর ধরে এই কয়েকটি দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন অসংখ্য মানুষ। নতুন পোশাক, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়ানো, ঢাকের বাদ্যি, ধূপের গন্ধ, অঞ্জলি আর প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোসব মিলিয়ে দুর্গাপূজা বাঙালির জীবনে এক বিশেষ আনন্দের অধ্যায়।

তবে পুজোর আগমনী বার্তা কেবল পঞ্জিকার পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রকৃতির রূপবদলের মধ্য দিয়েও তা অনুভব করেন মানুষ। বিশেষ করে কাশফুলের সাদা ঢেউ বাঙালির মনে দুর্গাপূজার সঙ্গে এক গভীর আবেগের সম্পর্ক তৈরি করেছে। শরতের আকাশের নীচে কাশবনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া, ভোরে শিউলি কুড়োনো কিংবা দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দের কল্পনাএসবের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বাঙালির শৈশব, স্মৃতি ও নস্টালজিয়া।

এ প্রসঙ্গে তেলিয়ামুড়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ রুমা ভট্টাচার্য বলেন, “কাশফুল শুধুমাত্র একটি ফুল নয়, এটি আনন্দের দূত, একটি বার্তাবাহক। কাশফুল মায়ের আগমনের বার্তা নিয়ে আসে।”

তিনি আরও বলেন, “যখনই আমরা কাশফুল দেখতে পাই, তখনই আমাদের মন আনন্দে মেতে ওঠেমনে হয়, আসছে আমাদের ঘরের মেয়ে উমা। কাশফুল যেন তার শুভ্র পাখা মেলে বলে, মাগো তুমি এসো।”

শিক্ষাবিদের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে কাশফুলের সঙ্গে বাঙালির আবেগের গভীর সম্পর্ক। বাঙালির কাছে দেবী দুর্গা শুধুমাত্র আরাধ্য দেবী নন, তিনি ঘরের মেয়ে উমা। প্রতি বছর শরতের আগমনে তাঁকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়। উমার আগমনকে ঘিরে মানুষের মনে যে আনন্দ, আবেগ ও ভালোবাসার সঞ্চার হয়, কাশফুল যেন প্রকৃতির ভাষায় সেই অনুভূতিকেই প্রকাশ করে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2

28-09-2026, 01:07